নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

মাধব ... ... নায়ক।

মকরন্দ ... ... নায়ক সহচর।

কলহংস ... ... নায়ক পরিজন।

অঘোরঘণ্টা ... যোগী।

দূত ও শান্তিরক্ষক সেনানীগণ।

মালতী ... ... নায়িকা।

লবঙ্গিকা ... ... নায়িকা সহচরী।

মদয়ন্তিকা ... ... ঐ

মন্দারিকা ... ... ঐ

অবলোকিতা ... মালতীর সহাধ্যায়িনী।

কপালকুণ্ডলা ... যোগিনী।

কাদম্বিনী ... ঐ

বুদ্ধরক্ষিতা ... দূতী।

কামন্দকী ... মালতীর প্রতিপালিকা এবং দূতী।

সংগীতকারিণীদ্বয় ও... পরিচারিকা ইত্যাদি।

মালতী মাধব নাটক।

প্রথম কাণ্ড।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গ ভূমি।

(পটোত্তোলনানন্তর।)

(নটের প্রবেশ।)

নট। গীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা।

এই মহতী সভায়।
গুণিগণ মনতোষ দেখি বড় দায়॥
নিজে আমি জ্ঞানহীন, বিষয়ে বিশেষ দীন,
অবলা সহায়ে আর ভ্রম পায়ে পায়।
রঙ্গভূমির সঙ্গত, সঙ্গীত করিব যত,
শঙ্কিত হতেছি পাছে ছলে ছলে যায়॥
গুণগ্রাহিণি সমাজে, কি করবে ভয় লাজে,
অরসিক হলে পরে সভয়ে সমায়।

সে যা হোক, এখন প্রেয়সীকে আহ্বান করে উপস্থিত সভ্যগণের মনতোষণ করি (নেপথ্যে অবলোকনানন্তর)

প্রিয়ে! যদি বেশ বিন্যাশ হয়ে থাকে তবে আর বিলম্ব করোনা শীঘ্র এস শীঘ্র এস।

(নটীর প্রবেশ।)

নটী। নাথ! এই আমি এলেম, কি কর্ত্তে হবে বল?

নট। প্রিয়ে! দেখ দেখি সভার কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে, নগরের সকল সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরাই উপস্থিত হয়ে সভার শোভা বৃদ্ধি করেছেন, তাএঁয়াদের একটী গান শোনাও।

নটী। কি গান শোনাবো?

নট। প্রিয়ে! এঁরা সকলেই তোমার গান শোনবার জন্যে এসেছেন, তা যাতে এঁরা সন্তুষ্ট হন তাই কর।

নটী। যে আজ্ঞা।

গীত।

রাগিণী মল্লার, তাল আড়াঠেকা।

দেখি গ্রীষ্ম ভয়ঙ্কর।
তপন তাপেতে তনু তপ্ত নিরন্তর॥
চারিদিক ধূলিময়, বৃক্ষ শীর্ণ পত্র বয়,
অনিল অনল বয়, জীব ক্লেশ পর।
পথিকের ক্লেশ হেরে, সন্তাপে শুখায় বারি,
সন্মুখে পাইয়ে করি, ত্যজে সরবর॥
নাহিক সুখের লেশ, নারীর ক্লেশের শেষ,
ছাড়িয়ে বিবিধ বেশ, বিধবা দোসর।
মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড করে, চারিদিক দগ্ধ করে,
অনলসন্তাপ হরে, দীন জলধর॥

নট। বা! কি মনোহর গীতিই গাইলে, প্রিয়ে! দেখ দেখ তোমার গীত শুনে সকলেই মোহিত হয়েছেন।

নটী। (সলজ্জ) নাথ! সে যাহোক এখন আমায় আর কি কর্ত্তে হবে তা বল?

নট। প্রিয়ে! এখন বল দেখি কোন নাটকের অভিনয় করে উপস্থিত মহাশয়দের মনোরঞ্জন করি?

নটী। নাথ! তুমি যা বিবেচনা করে স্থির কর্‌বে তাই হবে।

নট। কৈ অভিনয়ার্হ নাটক তো আর দেখ্‌তে পাইনে (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) হাঁ হাঁ! স্মরণ হয়েছে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হতে অনুবাদিত মহা কবি ভবভূতি বিরচিত মালতী মাধব নাটকই এই সভার উপযুক্ত, তা প্রিয়ে! ক্রমে রাত্রির অধিক হচ্চে আর বড় বিলম্ব করা হবে না।

নটী। হাঁ নাথ! চল আমরা সেজেগুজে আসি গে।

(পটপ্রক্ষেপেণ উভৌ নিষ্ক্রান্তৌ।)

মালতী মাধব নাটক।

প্রথম কাণ্ড।

দ্বীতিয় অঙ্ক।

(পটোত্তোলনানন্তর।)

চতুষ্পাঠী।

(কামন্দকী ও অবলোকিতার প্রবেশ।)

কামন্দকী। বাছা অবলোকিতে!

অবলোকিতা। অনুমতি করুন।

কামন্দকী। আমাকে এক গুরুতর ব্যাপার সমাধা কত্তে হবে. ভূরি বসুর কন্যা ত্রিভুবন সুন্দরী মালতীর সহিত দেবরাতের পুত্র মাধবের শুভ বিবাহ হবে। যুবক যুবতীর শুভদৃষ্টি হবার সম্ভাবনা, কারণ (বাম চক্ষেঃ হস্ত প্রদান করিয়া) আমার বামচক্ষুঃ নৃত্য কচ্চে এই শুভ সুচক চিহ্ন দ্বারা অনুমান হয় যে অব-শ্যই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

অবলোকিতা। ইহা কি বিড়ম্বনা, কারণ ছেঁড়ানেঁকড়া ও মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারাই আপনার দিবাবসান হয়, আপনার

সাংসারিক কোন বিষয়েই স্পৃহা নাই তথাপি এইরূপ আয়াসকর কার্য্যে ভূরি বসু আপনাকে ব্যাপৃত করেছেন ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য আবার আপনিও প্রাণপণে কার্য্য সাধনে যত্ন কচ্চেন।

কামন্দকী। বাছা অবলোকিতে! তুমি সবিশেষ জাননা মন্ত্রী আমাকে তাঁহার বন্ধুবোলে উপস্থিত কার্য্য সাধনে নিযুক্ত করেচেন এই নিমিত্ত আমিও তৎসমাধানে প্রাণপণ কচ্চি, তোমার কি স্মরণ হচ্চে না? যখন দূরদেশ বাসি ছাত্রেরা আমাদিগের টোলে ন্যায়শাস্ত্র পোড়্তে আসে তৎকালে আমি এবং আমার প্রিয়তমা কাদম্বিনীর সাক্ষাতে মন্ত্রীরা দুজনে প্রতিজ্ঞা করেছেলেন যে তাঁদের সন্তানেরা বিদ্বান হয়ে পূর্ণ যৌবন কালে পরস্পরের প্রণয় পাশেবদ্ধ হবে এই কারণ বিদর্ভাধীশ্বরের প্রধান পাত্র কুণ্ডিনপুর হতে তাঁহার আত্মজকে আমাদের টোলে প্রেরণ করেছেন। অসাধারণ বুদ্ধিশালী মাধব পিতৃসত্য প্রতিপালন জন্য তাঁহার ভাবী প্রিয়তমার পাণিগ্রহণে ব্যাগ্র হয়েচেন।

অবলোকিতা। তাদের অবস্থার উপযুক্ত না হবে এমত গোপন করবার প্রয়োজন কি? আপনার নিকটেই বা কি নিমিত্ত প্রকাশ কল্লেন্?

কামন্দকী। মহারাজ তাঁহার প্রিয়বর নন্দনের পরামর্শানুসারে মালতীর পাণিগ্রহণ জন্য ব্যাস্ত হয়ে-

ছিলেন, এমত প্রকাশ করিলে মহারাজের কোপ হতে পারে, এ নিমিত্ত এমত অভিপ্রায় কল্পিত হয়েছে।

অবলোকিতা। কিন্তু আমাদিগের অনুমান হয় মাধব মন্ত্রির নিকটে পরিচিত নন।

কামন্দকী। ওটা ছলনা মাত্র, তিনি মাধবকে বিশেষ রূপে জানেন আশঙ্কা প্রযুক্ত স্নেহ মমতা প্রকাশ কত্তে পারেন না, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের পরস্পরের অকিঞ্চনে প্রণয় সংঘটন হলে মহারাজ ও তৎপ্রিয় পাত্র নন্দন এবং সংসারের কেহই মন্ত্রির প্রতি দোষারোপ কত্তে পারবেন না। চতুর ব্যক্তিরা আপনাদের অভিপ্রায় সামান্যে প্রকাশ করেন না গোপনে গোপনে তাঁহাদিগের মানস সকল করেন, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ করেন, সংসারের সকল লোককে ভ্রম অন্ধকারে আবৃত করে রাখেন।

অবলোকিতা। আমি আপনার কথায় এখন প্রত্যয় কল্লেম, এই নিমিত্তই মাধব প্রতি দিবস রাজপুরীর নিকটে ভ্রমণ করেন।

কামন্দকী। যথার্থ, আমিও শ্রবণ করিয়াছি, যে মন্ত্রি পুত্রী গবাক্ষদ্বারে মাধবের কন্দর্প দর্পহারী ভুবন মোহন মূর্ত্তি অবলোকন করে মদনবাণে আহত হয়েছেন, দিন যামিনী কেবল সেই মাধবকেই চিন্তা কত্তেছেন।

অবলোকিতা। মালতীর চঞ্চল মন সুস্থ করণজন্য মন্দারিকা মাধবের প্রতি মূর্ত্তি চিত্রপটে চিত্র করেচে।

কামন্দকী। উত্তম কল্প বটে, মাধবের প্রিয় সহচর কলহংসের সহিত মন্দারিকার প্রণয় সংঘটন হবে, লবঙ্গিকা তৎসমুদায় অবগত হইয়া মন্দারিকার হস্তে চিত্রপট অর্পণ করেছে, ঐ উপলক্ষে কলহংসের সহিত মন্দারিকার দর্শন হতে পারবে।

অবলোকিতা। যথার্থ আজ্ঞা করেছেন, এক্ষণে আমার মনের সন্দেহ দূর হলো, এই নিমিত্তই মাধব অতি প্রত্যূষে মদনোদ্যানে প্রবেশ করেচে, মালতীও সখীগণ বেষ্টিতা হয়ে গমন করেচে, অদ্য উভয়ের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

কামন্দকী। বাছা অবলোকিতে! তোমার মঙ্গল হোক্, তুমি আমারে বাসনোপযুক্ত শুভ সংবাদ শ্রবণ করালে এক্ষণে প্রিয়তমা কাদম্বিনীর কোন শুভ সম্বাদ বল্‌তে পার?

অবলোকিতা। কাদম্বিনী এক্ষণে সংসার সুখ পরিত্যাগ করে শ্রীপর্ব্বতে তপস্যা কচ্চে।

কামন্দকী। এ সম্বাদ তুমি কোথায় পেলে?

অবলোকিতা। সেই পর্ব্বতের সন্নিহিত চামুণ্ডা নাম্নী মহাদেবীর আরাধনা হয়ে থাকে।

কামন্দকী। যে মহাদেবীকে তাঁহার উপাসকেরা দিন যামিনী নরবলি প্রদানে তুষ্টা করেন।

অবলোকিতা। তিনিই বটে, অদ্য দিবাবসানে সেই মহা-দেবীর এক শিষ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁহারি নিকট শুনলেম যে কাদম্বিনী অস্থি-মালাধারী, মহাতপা, অঘোর ঘণ্টার নিকট তপস্যা কচ্চেন।

কামন্দকী। কাদম্বিনীর উপযুক্ত কার্য, বটে।

অবলোকিতা। ঠাকুরাণি! কাদম্বিনীর বিষয় বলা হলো, এক্ষণে আর এক শুভ সম্বাদ বলি শ্রবণ করুন, মাধবের প্রিয় বয়স্য মকরন্দের সহিত মদয়ন্তিকার প্রণয় সংঘটন হলে, মাধব মালতীর সহিত প্রণয়াপেক্ষা তৎপ্রিয় বয়স্যের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হলে পরমাহ্লাদিত হবেন।

কামন্দকী। এ বিষয়ও আমি বিস্মৃত হই নাই, তৎ সমাধানে বুদ্ধরক্ষিতাকে নিযুক্ত করেছি।

অবলোকিতা। ঠাকুরাণি! আপনার উপযুক্ত কার্য্য করেছেন।

কামন্দকী। বাছা! চল আমরা মদনোদ্যানে প্রবেশ করে মালতী মাধবের প্রণয় সংঘটন দর্শন করি গে, মাধব মালতীর নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাগ্র হয়েছেন, প্রজাপতি তাঁদের পরস্পরের মানস সফল করুন, যেমন শরৎকালীন চন্দ্র কিরণে কুমুদ কুসুম প্রফুল্ল হয়, সেই রূপ মাধবকে দর্শন করে মালতীর মন প্রফুল্লিত হোক।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

মালতী মাধব নাটক।

প্রথমকাণ্ড।

তৃতীয় অঙ্ক।

(পটোত্তোলনানন্তর।)

(মদনোদ্যান।)

(চিত্রপট হতে কলহংসের প্রবেশ।)

কল হংস। কৈ প্রভু যে এস্থানে উপস্থিত নাই, তবে এখানে খানিক্ বসে থাকি। (কলহংসের বৃক্ষতলে উপবেশন।)

(উদ্যানের অন্যদিকে মকরন্দের প্রবেশ।)

মকরন্দ। অবলোকিতার নিকট শুনিলাম, প্রিয়বয়স্য মদনোদ্যানে প্রবেশ করেছেন, কৈ কোথায় গেলেন, (হঠাৎ অবলোকন করিয়া) এই যে প্রিয়তম এই দিকেই আশ্চেন, কিন্তু কিছু চিন্তাযুক্ত বোধ হচ্চে।

(মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। (স্বগত) একি! কিনিমিত্ত আমার মনের এতাদৃশী গতি হলো, কোনক্রমেই যে স্ববশে আন্তে পাচ্চি-

না, ক্রমে লজ্জা যাচ্চে, মান যাচ্চে, ধৈর্য্য যাচ্চে বুদ্ধির ভ্রম হচ্চে, একি আমার ষড়্‌রিপু একত্রিত হয়ে চন্দ্রবদনীর পক্ষে পক্ষপাত কত্তে লাগিল।

মকরন্দ। (নিকটবর্ত্তী হয়ে) বয়স্য! সূর্য্যমণ্ডল হতে অগ্নি বৃষ্টি হচ্চে, তোমার গাত্র হতে দরদরিত ঘর্ম্ম নির্গত হতেছে, এক্ষণে চল উদ্যানের বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করে শ্রান্তিদূর করা যাক।

মাধব। হাঁ বয়স্য! যথার্থ, রবি-কিরণ আর সহ্য হয় না।

কলহংস। প্রভুর নিকট গমন করে এক্ষণে চিত্রপট অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত হচ্চে না, কারণ উভয়ে বৃক্ষমূলে উপবেশন করে শ্রান্তি দূর কচ্চেন।

মকরন্দ। বয়স্য! এখানে বৃক্ষছায়া বহুদূর বিস্তীর্ণ হয়েছে, এবং বিকশিত কুসুম সমূহের সৌগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ গতিতে ইতস্তত বিস্তার কচ্চে, এসো এইস্থানে আমরা উভয়ে বিশ্রাম করি।

(উভয়ের বৃক্ষতলে শিলাপট্টে উপবেশন।)

মকরন্দ। বয়স্য! অদ্য কোন বিপদ উপস্থিত হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কারণ অবিলম্বেই নগরবাসি কুল কামিনীগণ এই বাগানে কামদেবের অর্চ্চনা কত্তে আস্‌বেন তৎ কালে তাঁদের তুমি অবশ্যই বিরক্ত কর্‌বে, (সসম্ভ্রমে) মদনবাণে আমাকে আহত কত্তে পারবে না, কিন্তু তোমার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হচ্চে (মাধবের দিকে হটাৎ অবলোকন করিয়া)

সখা মাতাঙ্গৈট করে রৈলে যে, যদি তাই সম্ভাবিত হয়ে থাকে প্রকাশ করে বল, লজ্জায় মনোমধ্যে মনোবেদনা গোপন করবার প্রয়োজন কি, মদন বিকার কে সহ্য কত্তে পারে, মনুষ্যের আরাধিত দেবতারা তাঁহার নিকট পরাভূত আছেন।

মাধব। বয়স্য! আমি মনের কথা সমুদয় তোমার নিকট বোল্‌চি তবে শ্রবণ কর, কার্য্যবশতঃ আমি কামদেবের মন্দিরে গিয়াছিলাম, সেখানে উপস্থিত হয়ে উদ্যানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে দর্শন করে উদ্যানের শোভা দর্শন জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ কত্তে কত্তে দিবাকরের প্রখর কিরণে পথশ্রান্ত জন্য এমত ক্লান্ত হয়ে পড়িলাম, যে চলৎ শক্তি রহিত, পরে শ্রমশান্তি করিবার জন্য উদ্যানস্থিত একটা বটবৃক্ষের মূলে বসিলাম, সেই বৃক্ষের ডালে নানাজাতি বিহঙ্গমগণ স্বীয় স্বীয় রবে গান কচ্চে, ভ্রমরেরা মধুপানে মত্ত হয়ে গুণ গুণ স্বরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কচ্চে, এই সকল শোভা দর্শন করে আমার সমুদয় শ্রান্তি দূর হলো, সখে! আমি ঐ বৃক্ষতলে উপবেশন করে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ কচ্চি, এমত সময়ে এক পরমাসুন্দরী রমণী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলো, সে রমণী একে নবযৌবনা তাতে আবার যৌবনকাল-উপযুক্ত কেশ বিন্যাসে সেই শরীরটি যেন রূপের আবাস স্থান হয়েছে তুলনা কল্লে উদ্যানস্থিত রতীর মূর্ত্তি ও মলীন

বোধ হয়, আর অধিক কি বল্‌বো বিধাতা বুঝি নি-র্জ্জনে বসে মনের মানসে সেই কামিনীকে নির্ম্মাণ করেছেন। আমি যে বৃক্ষমূলে উপবেশন করেছিলাম যুবতী সখীগণে বেষ্টিত হয়ে পুষ্পচয়ন কত্তে কত্তে আমার নিকট এলেন, সখে! ঐ কামিনীকে দেখে আমার মন তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হলো, কোন ক্রমেই প্রবোধ প্রদান কত্তে পারিলেম্ না, যদিও এক্কালে এমন উথলা হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ সে অপরিচিতা রমণীর নাম ধাম কিছুই জানি না কিন্তু আমার মন একেবারে আশা পথের পথিক হয়েছে, এক্ষণে সে আশা পূর্ণ হবে কি না, অদৃষ্টই বল্‌তে পারে।

মকরন্দ। বয়স্য! এ তুমি কেমন বল্লে, একবার দর্শন ক-ল্লেই কি এতাদৃশ প্রণয় হয়, না না তোমাদিগের আন্তরিক কোন কথা আছে প্রকাশ কচ্চো না, পদ্ম-ফুল কি চন্দ্র কিরণে বিকশিত হয়।

মাধব। বয়স্য! আমি তোমার নিকটে কিছুই গোপন করিনাই, তবে শোনো সবিশেষ বর্ণন করি, যখন সুন্দরী সখীগণে বেষ্টিত হয়ে আমাকে দর্শন কল্লেন, তখন পরস্পরের মুখাবলোকন করে, সকলে হাস্য কত্তে লাগ্‌লেন। সখে! এই সকল দর্শন করে আমার অনুভব হলো যেন আমি ঐ কামিনীগণের নিকটে পরিচিত আছি।

মকরন্দ। (স্বগত) সখার হৃদয়াকাশে প্রেমেন্দু উদয় হয়েছে।

কলহংস। (স্বগত) কোন রমণীর বিষয় লয়ে কথোপকথন হচ্চে।

মকরন্দ। সখে! এক্ষণে চল, আবাসে গমন করি।

মাধব। না প্রিয়তম! আমি এক্ষণে কোনক্রমেই উদ্যান পরিত্যাগ কত্তে পার্‌ব না, চন্দ্রবদনীর রূপ লাবণ্য দর্শনে আমি জ্ঞান শূন্য চিত্ত হয়েছি, কি প্রকারে তা বলো গমন করি, কোন ক্রমেই যে মন প্রবোধ মান্‌বে না, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ ভাবিনীর ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হলো, তাঁহার অন্তরে কামদেবের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু আমি কিছুমাত্র শঙ্কেত করি নাই, কেবল চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় চেয়ে ছিলাম, মধ্যে মধ্যে সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়ে হৃৎকম্প হয়েছিল, আমি এই অবস্থায় অবস্থান কচ্চি, এমত সময়ে কতকগুলি অস্ত্রধারি দ্বারপাল এবং এক বৃদ্ধা, কামিনীগণকে হস্তির উপর বসাইয়া নগরাভিমুখে গমন করিল, আহা প্রিয়তম! চন্দ্রবদনী গমন কালে-পুনঃপুনঃ মদনোদ্যানের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ কত্তে লাগ্‌লেন, দূর হতে বোধ হলো, যেন প্রস্ফুটিত পদ্মফুল সমিরণে সঞ্চালিত হচ্চে, সখে! মৃগ নয়নার অদর্শনে আমি যে যন্ত্রণা সহ্য করেছি তা

বর্ণনা করা যায় না, কারণ সংসারে তাহার দৃষ্টান্ত স্থল বিরহ, কখন বা কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে অঙ্গ দাহ কত্তে লাগ্‌লো, কখন বা ভয়ানক শীতের আবির্ভাবে হৃৎকম্প হতে লাগ্‌লো, মধ্যে মধ্যে অচৈতন্য ও হয়েছিলাম, যখন চৈতন্য প্রাপ্ত হই তখন কি প্রকারে চিত্ত সুস্থির কর্ব্বো কিছুই স্থির কত্তে পারি নাই।

কলহংস। (স্বগত) বোধ হয় প্রভু মালতীর প্রেমপাশে বদ্ধ হয়েছেন।

মকরন্দ। (স্বগত) প্রিয়তম, একেবারে পদার্থ শূন্য হয়েছেন, আমি যে এতদিন সদুপদেশ প্রদান কল্লেম তার কিছুই ফল দর্শিল না, এখন কি সমুদয় পরিত্যাগ করে কামদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হলেন, কি পরিতাপ !! কি পরিতাপ !! যখন অতনু, শরাসনে শরসন্ধান করে সখার হৃদয় বিদীর্ণ করেছেন, তখন সেই কামিনীর সহিত সম্মিলন ভিন্ন কোনক্রমেই সে যন্ত্রণার উপশম হবে না, (প্রকাশ্যে) সখা! সে সুন্দরীর নাম ধামের কিছু পরিচয় বল্‌তে পার ?

মাধব। বসন্ত ! কি প্রকারে আমি তাঁদের পরিচয় প্রাপ্ত হলেম, তা শ্রবণ কর, জনেক সহচরী পুষ্পচয়ন কত্তে কত্তে আমার সম্মুখস্থ হয়ে বলিল, মহাশয় আপনি বিকসিত কুসুমে কি চমৎকার মালা গেঁতেছেন. আমাকে ঐ মালাগাছটী প্রদান করুন, আমাদের সখীর

বড় মনোনীত হয়েছে আপনার এ সামান্য দান নিস্ফল হবে না, ভূরিবসুর পুত্রী মালতী এই মালা গলায় ধারণ করে আপনাকে সমভাবানুযায়িক পারিতোষিক দ্বারা সন্তুষ্ট কর্বেন ও তাঁহার ধাত্রী ও প্রিয়সখী লবঙ্গিকা ও যথাসাধ্য উপকার কর্ত্তে বিরত হবেন না।

কলহংস। ফুলবাণ বুঝি আমাদের বাসনা পূর্ণ করিবার সোপান করেছেন।

মকরন্দ। কামন্দকী, সর্ব্বদা মালতীর নাম করে থাকেন, আর সেদিন শুন্‌লেম্, মহারাজ না কি মালতীকে নন্দনের নিমিত্ত প্রার্থনা করেছেন।

মাধব। আমি তাঁদের প্রার্থনা বাক্যে বকুলমালা সমর্পণ কল্লেম, কিন্তু যখন একদৃষ্টিতে মালতীকে দেখিতেছিলাম, সেই অবসরে বকুলমালার একদিক সুন্দররূপে গাঁত্তে পারি নাই কিন্তু সখীগণ তাহাই বহুমান করে লয়ে গেলেন, অনন্তর মদনমহোৎসব সমাপ্ত হলে ও পুরবাসিগণ কোলাহল করে সে স্থান হতে প্রস্থান কল্লে পর আমিও সে স্থান পরিত্যাগ কল্লেম।

মকরন্দ। বয়স্য! তোমার প্রতি মালতীর আন্তরিক অনুরাগ সঞ্চার হয়েছে, ইহাতেই সে বিষয় সুপষ্টরূপে প্রতীত হলো সে যাহাহোক। ভাই সে তোমাকে কোন স্থানে দেখেছে কি না তা বল্‌তে পার?

কলহংস। (নিকটস্থ হইয়া চিত্র ফলক সমর্পণ করিল।)

মকরন্দ। কলহংস! মাধবের প্রতিরূপ কে চিত্রিত করিল?

কলহংস। (সহাস্যে) মহাশয় যে কামিনী প্রভুর মনোহরণ করেছেন, তিনিই এই ছবি লিখেছেন।

মকরন্দ। (সহাস্যে) কি মালতী লিখেছেন?

কলহংস। হাঁ মহাশয়।

মাধব। বয়স্য! তুমি যা বিবেচনা কচ্ছিলে তাই হয়েছে।

মকরন্দ। কলহংস! এছবি তুমি কোথায় পেলে?

কলহংস। লবঙ্গিকার নিকট মন্দারিকা পেয়েছেন, আমি তাঁহার নিকট হতে লয়েছি।

মকরন্দ। মালতীর মাধবের প্রতিরূপ লিখিবার কারণ কি তা মন্দারিকা কিছু বলেছে?

কলহংস। হাঁ! তিনি বল্লেন যে মালতী উৎকণ্ঠা বিনোদনের নিমিত্তেই প্রভুর ছবি লিখেছিলেন।

মকরন্দ। ভাই মাধব! এখন সুস্থির হও, সে তোমার নেত্রের কৌমুদীর স্বরূপ, তুমিও তাহার মনোহরণ করেছ, বোধ হয় অবিলম্বেই তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হবে. কারণ মঙ্গল যে বিষয়ে হস্তার্পণ করে থাকেন তার আর অন্যথা হয় না, ভাই সেই কামিনীর কি রূপ রূপ তা দেখ্‌তে আমার নিতান্ত অভিলাষ আছে। ভাই তোমার বাঁদিকে তাঁর ছবিটী লেখ দেখি।

মাধব। ভাল ভাই, তোমার যা অভিরুচি (চিত্র করিতে আরম্ভ করিলেন।)

সখে! সেই মৃগলোচনার চিত্র চিত্রপটে চিত্র কত্তে অপা-

রগ হচ্চি, প্রতি অঙ্গে হস্তার্পণে নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভেসে যাচ্চে, চিত্ত অসুখী হচ্চে, হস্তও স্থির হচ্চে না, কি রূপে যে চিত্র সম্পূর্ণ কর্‌বো তা বোল্‌তে পারি না।
বয়স্য! এই নাও ইহার অধিক আর কি ভরসা কত্তে পার। (মকরন্দের হস্তে চিত্রপট প্রদান করিয়া) দেখ দেখি কেমন চিত্র হয়েছে?

মকরন্দ। (চিত্র ফলক গ্রহণ করিয়া) বয়স্য! এরি মধ্যেই লিখ্‌লে, আহা! আকৃতি চিত্ত চমৎকারিণী কি মনোহারিণী, (কলহংসের হস্তে চিত্র ফলক প্রদান।)

(মন্দারিকার প্রবেশ।)

মন্দারিকা। নমস্কার।

উভয়ে। মন্দারিকে! এসো এসো।

মন্দারিকা। (নিকটস্থ হইয়া) কলহংস! আমার চিত্র ফলক দাও।

কলহংস। এই নাও (চিত্র ফলক প্রদান।)

মন্দারিকা। (ছল ক্রোধে) একি মালতীকে কে লিখেছে?

কলহংস। মালতী যাহাকে লিখেছে সেই মালতীকে লিখেছে।

মন্দারিকা। (সাহ্লাদে) এতদিনে বুঝি আমাদের মনের সাধ মিট্‌লো।

মকরন্দ। মন্দারিকে! প্রথমে মালতী মাধবকে কোথায় দেখেছেলো?

মন্দারিকা। (সলজ্জভাবে) সে দিন লবঙ্গিকা বোলছিলো যে মালতী মাধবকে জাঁন্‌লা হতে রাস্তায় চলে যেতে দেখেছেল।

মকরন্দ। (সভ্রুভঙ্গে) বয়স্য! সত্যই বটে আমরাও সর্ব্বদাই ভূরিবসুর বাড়ির সামনেদে যাওয়া আসা করে থাকি।

মন্দারিকা। ভগবান মন্মথ আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন, তা এই সংবাদটী লবঙ্গিকাকে দিই গে, এখন আমাকে যেতে অনুমতি করুন।

(চিত্র ফলক হস্তে মন্দারিকার প্রস্থান।)

মকরন্দ। (মাধবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) বয়স্য! ভগবান্ কমলিনা নায়ক নিজ প্রখর কিরণ বর্ষণ দ্বারা জীবগণকে সন্তাপিত কচ্চেন। চল গৃহে গমন করা যাক।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

মালতী মাধবনাটক।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

চতুর্থ অঙ্ক।

(পটোত্তোলনানন্তর।)

(রাজপুরীর অভ্যন্তরস্থ সংগীত শালা।)

(সংগীত কারিণী দ্বয়ের প্রবেশ।)

প্রথমা। সখি! অবলোকিতার সঙ্গে সংগীত শালায় তুই কি পরামর্শ কচ্ছিলি?

দ্বিতীয়া। সখি! মাধবের প্রিয়সখা মকরন্দ মদন মহোৎসবের সমুদয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত ভগবতী কামন্দকীর নিকট প্রকাশ করেছেন।

প্রথমা। তা তিনি শুনে কি বল্লেন?

দ্বিতীয়া। ভগবতী কামন্দকী এই সকল কথা শুনে মালতীকে দেখ্‌তে চেয়েছিলেন, তার পর অবলোকিতা ভগবতীর আস্‌বার কথা মালতীকে বল্‌তে গিয়েছিল, তার পর অবলোকিতা ফিরে এলে আমি মালতীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে যে প্রিয়সখী মালতী লবঙ্গিকার সহিত নির্জ্জনে বসে আছেন।

প্রথমা। সে দিন লবঙ্গিকা ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে কোথায় যে গেল তা দেখ্‌তে পেলুম না।

দ্বিতীয়া। তার পর লবঙ্গিকা ফিরেএলে মালতী পরিজন গণকে তার সঙ্গে যেতে বারণ করে, লবঙ্গিকার সঙ্গে বাগান বেড়াতে গেলেন।

প্রথমা। বোধ হয় প্রিয়সখী মালতী লবঙ্গিকার সঙ্গে মাধবের কোন কথা কচ্ছিলেন, কারণ মাধবের কথা ভিন্ন তার মনে আর কিসে সুখোৎপত্তি হবে।

দ্বিতীয়া। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর বোন্ তার তাপিত মনে সুখ কোথায়, আজ আবার সে সব কথা শুনে, তার অন্তঃকরণে দ্বিগুণ অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে।

আবার বোন্ বাইরে থেকে শুনে এলেম রাজা নাকি নন্দনের সঙ্গে মালতীর বে দিতে মন্ত্রিকে অনুরোধ করেছেন্।

প্রথমা। (সবিষাদে) সে কি !! বোন তা যদি হয় তা হলেতো মালতীর কপাল ভাংলো মন্ত্রীতো রাজার কথা ছাড়াতে পারবেন্ না।

দ্বিতীয়া। না সখী তার একটা উপায় হয়েচে, রাজা এই কথা বল্লে মন্ত্রী এমন কৌশল করে বল্লেন্ যে মহারাজ ! মালতীতো আপনারি মেয়ে আপনি যার সঙ্গে বে দিতে বোল্‌বেন্ তার সঙ্গেই দেওয়া যাবে, বোন্ এই কথাটীর দুটি ভাব, অর্থাৎ যার মেয়ে তারি জোর

সে যার সঙ্গে ইচ্ছা কর্ব্বে তার সঙ্গেই বে দেবে, তাতেই মালতীর উপর কোন জোর কর্ব্বার জো নাই।

প্রথমা। যাহোক্ বোন্ সখীর ভালোতেই আমাদের ভালো, তা ভগবতী কামন্দকী কি এ বিষয়ে চেষ্টা কর্‌বেন না।

দ্বিতীয়া। তিনিই এর প্রধান উদ্‌যোগী তা চল ভাই আর এখানে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই।

প্রথমা। হাঁ বোন্ চল আমিও যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(মালতী ও লবঙ্গিকার প্রবেশ।)

মালতী। হাঁ তার পর?

লবঙ্গিকা। তার পর আমি এই মালাটী চাইলে তিনি অম্‌নি গলাথেকে খুলে আমাকে দিলেন।

মালতী। (পুষ্পমালা নিরীক্ষণ করিয়া) সখি! এমালা ছড়াটীর অন্যদিকের মত এদিকটী ভাল করে গাঁথা হয় নি।

লবঙ্গিকা। প্রিয়সখি! এবিষয়ে তোমারই সম্পূর্ণ দোষ।

মালতী। কেন সখি আমি কিসে অপরাধি হলেম।

লবঙ্গিকা। সখি তোমার নিরুপম সৌন্দর্য্য ও অপাঙ্গ ভঙ্গিতে তিনি এমন মোহিত হয়েছিলেন যে মালার শেষ ভাগটী ভাল করে গাঁত্তে ও পাল্লেন্ না।

মালতী। প্রিয়সখি! তুমি এরূপ প্রিয়বাক্যে কেবল আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিচ্চো।

লবঙ্গিকা। না সখি! আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা কচ্চি নে।

মালতী। (লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি! সেই চিত্তচোরের ইহা স্বাভাবিক বিলাষ তাই আমাকে দেখে অমন্ করে রৈলেন্।

লবঙ্গিকা। (ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া) তবে তুমিও তাঁকে দেখে স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করে ছিলে।

মালতী। (লজ্জিতা হইয়া) তার পর তার পর?

লবঙ্গিকা। তার পর মদনমহোৎসব সমাপ্ত হলে মাধব সেখান থেকে গেলেন্ আমিও মন্দারিকার বাড়ি গিয়ে তাকে চিত্র ফলক দিয়ে এলেম্।

মালতী। কেন?

লবঙ্গিকা। সখি! মাধবানুচর কলহংস মন্দারিকাকে অ-ভিলাষ করেন, এই উপলক্ষে চিত্র ফলক খানিও মাধবের হস্তগত হতে পারে, এতে আমার অভি-লাষটী পূর্ণ হয়েছে, মন্দারিকা ফিরে এসে আমাকে একটী সুসম্বাদ বলে গেছে।

মালতী। (স্বগত) বোধ হয় এতদিনে আমার আশালতা ফলবতী হলো।

লবঙ্গিকা। প্রিয়সখি! তোমার ছবি দেখে মাধব অনেক সুস্থ হয়েছেন্ এই দেখ, (চিত্র ফলক মালতীর হস্তে সমর্পণ।)

মালতী। (হৃষ্টমনে চিত্রসন্দর্শন করিয়া) এখনও আমার অন্তঃকরণে বিশ্বাস হচ্চে না।

(চিত্রিত পটের নিম্নলিখিত শ্লোক পাট।)

নিজে সে অতনু বুঝি রতী হারা হয়ে।
স্মরণ হইল এবে সময় পাইয়ে ॥
শতদল সম মুখ শশী সুনিন্দিত।
হেরিয়ে রূপমাধরি মাধব মোহিত ॥
দেখিয়া রূপের শোভা হেন লয় মনে।
বসন্ত অতনু সঙ্গে গড়েছে নির্জ্জনে ॥

(সাহ্লাদে) নাথ ! তোমার রচনার কি চাতুরী ও মাধুরী, রমণীয় বস্তুর সকলই রমণীয় হয়ে থাকে, নাথ ! তোমাকে যতবার দর্শন করা যায়, ততই মনোহর ও প্রীতি কর বোধ হয়, কিন্তু নাথ তুমি আমার চক্ষের আড়হলে সন্তাপে মন সন্তপ্ত হয়, যে কুলকামিনী তোমাকে দেখে নাই সেই ধন্যা সেই আপনি আপনার অধীন, আমার মতন্ তাকে পরে অনুরাগিণী হয়ে পরাধিনী হতে হয় নি (সাশ্রুনয়নে পটের প্রতি দৃষ্টি।)

গীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা।

কি আশ্বাসে বল সখী করি জীবন ধারণ।
প্রাণনাথ তরে সদা ধৈরজ নাধরে মন ॥
কেমনে পাইব তারে, পরেতে জানিবে পরে,
হবে লাজ পরস্পরে, পর প্রেমের কারণ।

পর প্রেম লভিবারে, ত্যজি প্রিয় পরিবারে,
রব দুঃখের আকরে, হতেছে শঙ্কিত মন ॥
কি বলিবে সখীজন, পিতা মাতা গুরুজন,
হবে অনর্থ ঘটন, দহিবে চিরজীবন।

লবঙ্গিকা। সখি! এতেও তোমার বিশ্বাস হলোনা?

মালতী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রিয়সখি! বল দেখি কিসে আশ্বস্ত হতে পারি?

লবঙ্গিকা। সখি! তুমি যার নিমিত্তে দুর্ব্বিসহ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য কচ্চো, যার নিমিত্তে এত ক্লেশ পাচ্চো মদন তাঁকেও ছাড়েন্ নি, কুল কামিনীকে এত দুঃখ দিচ্চেন্ বোলে মদন তাঁকেও অনেক যন্ত্রণা দিচ্চেন্।

মালতী। সখি! সেই প্রাণনাথ কুশলে থাকুন আমার দুর্ল্লভ আশ্বাসে কায্ নাই, মাধবানুরাগ বিষম বিষের ন্যায়, জলন্ত অগ্নির ন্যায় নিতান্ত দুঃসহকর হয়েছে, এবার পিতা মাতা আর প্রিয়সখীরে কেহই আমাকে পরিত্রাণ কত্তে পার্‌বেন্ না, (সরোদনে) হে মন! কেন দুর্ল্লভ বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা কচ্চো?

গীত।

রাগিণী বারোয়াঁ, তাল ঠুংরি।

তাহে মজোনারে মন। যাতে হবে পরে জ্বালাতন ॥
দুর্ল্লভ বস্তুর তরে, মন কি যতন করে,
পরে অনুরাগ করে, হবে পর কি আপন।

পরের প্রণয় তরে, লাজভয় ত্যাগ করে,
কুলে জলাঞ্জলি করে, কর কুপথে গমন ॥
পরপ্রেম বশ হয়ে, পরেরে আপন কয়ে,
বিরহ যাতনা সয়ে, কর পরেরে যতন।

লবঙ্গিকা। সখি! সুস্থির হও সুস্থির হও, প্রণয়ী জনের সমাগম প্রত্যক্ষে সুখজনক, কিন্তু চক্ষের আড় হলে কেবল অসুখের কারণ হয়ে উঠে।

মালতী। প্রিয়সখি! প্রতিদিন পূর্ণশশী আকাশে উদয় হোন পঞ্চশর আপনার পরাক্রমের অনুরূপ কার্য্য করুন্ তাতেও ক্ষেতি নাই, কিন্তু আমার পিতা মাতার মান সম্ভ্রম রক্ষা করে প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয় হয়েছে।

লবঙ্গিকা। (স্বগত) এক্ষণে কি উপায় করা যায়।

(সহচরীর প্রবেশ।)

সহচরী। কামন্দকি!!!!

উভয়ে। কেন কেন, (চিত্রপট গোপন।)

সহচরী। কুমারি! ভগবতী কামন্দকী আপনাকে দেখ্‌তে আশ্চেন্।

উভয়ে। শীঘ্র আনো, শীঘ্র আনো।

সহচরী। যে আজ্ঞা।

(সহচরীর প্রস্থান।)

(কামন্দকী ও অবলোকিতার প্রবেশ।)

লবঙ্গিকা। ভাল সময়েই এসেছেন্।

কামন্দকী। বাছা অবলোকিতে! মহারাজ প্রিয়সখা নন্দনের নিমিত্ত মালতীকে প্রার্থনা কল্লে ভূরিবসু উত্তম কৌশলে তাঁর প্রত্যুত্তর করেছেন্, বিশেষতঃ অদ্য মদনোদ্যানে বিধির অনুকূলতা বশতঃ মালতী ও মাধবের যে রূপ মনোভিলাষ প্রকাশ পেয়েছে তা শুনে আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি, কারণ অঙ্গিরাঋষি বলেছেন্ কামানুরাগই পরিণয়ের প্রধান কারণ।

অবলোকিতা। (পথদশাইয়া) এই মালতী বসে আছেন।

কামন্দকী। (দূর হোতে মালতীকে অবলোকন করিয়া) আহা! মালতী বিরহ প্রভাবে পাণ্ডুবর্ণ হয়েও লোচনানন্দ দায়িনী হয়েছেন, আহা! দূরে থেকে প্রভাত কালীন চন্দ্রের ন্যায় বোধ হচ্চে, (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) ইহার অধর স্পন্দন, শরীর লোমাঞ্চিত এবং বাহুদ্বয় শিথীল, ও স্বেদজলে সর্ব্বাঙ্গ স্নাত হচ্চে, দেখে বোধ হয় মালতী হৃদয় নিহিত প্রিয় সমাগমসুখ অনুভব কচ্চেন (নিকটে গমন।)

মালতী। মা! প্রণাম করি।

কামন্দকী। বাছা আশালতার ফল ভোগ কর।

লবঙ্গিকা। ভগবতি! এই আসনে উপবেশন করুন।

মালতী। মা! কুশলে আছেন্ তো?

কামন্দকী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হাঁ এক প্রকার কুশলেই বটে।

লবঙ্গিকা। ভগবতি! আপনার কথার ছলে বোধ হচ্চে আপনি উৎকণ্ঠিত আছেন।

কামন্দকী। দেখ বাছা আমি নিস্পৃহ, সংসারের কোন মায়ায় আক্রান্ত ও অভিভূত নই আমার আবার শোক দুঃখের বিষয় কি, তবে কি যান মালতী অভিরূপ বরে আত্ম সমর্পণ করেছেন্ আমার এই ভরশা এখন বলবতী হয়েছে।

লবঙ্গিকা। (সসম্ভ্রমে) রাজার অনুরোধে মন্ত্রী মহাশয় না কি কুৎসিত বরে মালতীকে সমর্পণ করেছেন্? তাতে দেশ সুদ্ধলোক তাঁকে নিন্দা কচ্চে।

মালতী। (সরোদনে) পিতা আমাকে রাজার উপহার রূপে কল্পনা করেছেন।

কামন্দকী। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) মন্ত্রী কেমন কোরে এমন নির্গুণ বরে মালতীকে প্রদান কর্ব্বেন? অথবা বৈষয়িক ব্যক্তিদিগের সন্তানে মমতা কি।

মালতী। রাজার আরাধনা করাই পিতার উদ্দেশ্য।

লবঙ্গিকা। ভগবতি! যা বল্লেন এই কথাই যথার্থ, মালতী চিরকাল বিরহ যাতনা সহ্য কল্লেও মন্ত্রির ক্ষেতি নাই, তিনি সেই হতভাগা পোড়াকপালে বুড়টার সঙ্গে মালতীর বে দেবেন।

মালতী। (সরোদনে) হায়! আমি কি হতভাগিনী আমার ভাগ্যেই সেই অনর্থ ঘটিলো।

লবঙ্গিকা। ভগবতি! মালতী আপনার মেয়ে আপনি অনু-

গ্রহ করে এই বিষম বিপদ হতে মালতীকে পরিত্রাণ করুন।

কামন্দকী। বাছা! আমি কি কর্‌বো প্রজাপতির নির্ব্বন্ধেই সব হবে, দেখ বাসবদত্তা পিতা কর্ত্তৃক সঞ্জয়ে প্রদত্তা হলেও মহারাজ উদয়নের প্রণয়িনী হয়েছেলেন, কিন্তু এবিষয় সাহসের কর্ম্ম।

মালতী। (সরোদনে) হায়! পিতাও আমার প্রতি বিরূপ হলেন।

অবলোকিতা। ভগবতী আপনি এখানে বিলম্ব কচ্চেন, কিন্তু শুনেছি মাধব অত্যন্ত অসুখী হয়েছেন, চলুন একবার দেখ্‌তে যাই।

কামন্দকী। (মালতীর প্রতি) বাছা এখন চল্লেম্।

লবঙ্গিকা। (জনান্তিকে) সখি! এই সময়ে মাধবের সকল বিষয় জেনে নিই।

লবঙ্গিকা। (কামন্দকীর প্রতি) ভগবতি! আপনি সর্ব্বদা মাধব মাধব করে থাকেন মাধব টা কে?

কামন্দকী। (সহাস্যে) বাছা এখন ও সব কথায় কাজ নাই।

লবঙ্গিকা। ভগবতী আমাদের শুন্তে বড় অভিলাষ হয়েছে আপনি বলুন।

কামন্দকী। বাছা তবে নিতান্তই শুন্‌বে শুন, বিদর্ভ দেশের রাজার মন্ত্রী দেবরাতের পুত্র মাধব (মালতীর প্রতি) তোমার পিতা তাঁকে বিশেষ জানেন।

মালতী। (লজ্জিতা হইয়া) হাঁ ছেলেবেলা আমরা একসঙ্গে পড়্‌তম, বাবাও সর্ব্বদা তাঁর নাম করে থাকেন।

কামন্দকী। সম্প্রতি ন্যায় শাস্ত্র পড়্‌তে মকরন্দের সঙ্গে এদেশে এসেছেন।

মালতী। সখি! শুন্‌লে?

নেপথ্যে।

গীত।

রাগিণী পূরুবি, তাল আড়াঠেকা।

দিবা অবসান হেরি তিমির আসি ঘেরিল।
ব্যাধ ভ্রমে দ্বিজদল ভয়ে নিজবাসে এল॥
নলিনী বিষণ্ণ মনে, বিধবার দশা জেনে,
নত মুখে সরোবরে, মরমে মলিনী হল।
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য রবে, বিবিধ মঙ্গলোৎসবে,
দেবে সেবি দ্বিজদল সায়ং সন্ধ্যা সমাপিল॥

কামন্দকী। (সসম্ভ্রমে) উঁ! অনেক বিলম্ব হয়েছে, কথায় কথায় সন্ধ্যার সময় অতিক্রম হয়েছে এক্ষণে বন্দি-গণের সন্ধ্যাজ্ঞাপক গীত শ্রবণে চৈতন্য হলো অব-লোকিতে! চল চল (সকলের উত্থান।)

মালতী। (জনান্তিকে) সখি! আর কি সেই মাধবের দেখা পাবো?

কামন্দকী। (স্বগত) মালতীর নন্দনে দ্বেষ ভাব জন্মেছে, ইতিহাসছলে কার্য্য সাধনের পথ নির্দ্দিষ্ট করেছে, মাধবের উপর মালতীর ও বিশেষ অনুরাগ জন্মেছে, এখন পরমেশ্বরের ইচ্ছে।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

মালতী মাধব নাটক।

দ্বিতীয়কাণ্ড।

পঞ্চম অঙ্ক।

পটোত্তোলনানন্তর।

রাজপুরীর নিকট চতুষ্পাঠী

(বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ।)

বুদ্ধরক্ষিতা। (আকাশে) অবলোকিতে ! ভগবতী কোথায় যান ?

(অবলোকিতার প্রবেশ।)

অবলোকিতা। (সক্রোধে) বুদ্ধরক্ষিতা তুই কি ন্যাকা হয়েছিস্, ভগবতী নাওয়া খাওয়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে মালতীর কাচে বসে গল্প কচ্চেন্।

বুদ্ধরক্ষিতা। তুই এখন কোথায় যাচ্চিস্ ?

অবলোকিতা। আমি মাধবের কাছে যাচ্চি, ভগবতী বলেছেন মাধবকে সঙ্গেকরে নিয়ে মালতীর বাগান বাড়িতে যেতে, সেই শিবের মন্দিরের কাছে মালতীর সঙ্গে মাধবের দেখা হবে।

বুদ্ধরক্ষিতা। ভগবতী মাধবকে সেথায় কেন যেতে বল্লেন্ ?

অবলোকিতা। আজ কেষ্ট চতুর্দ্দশী তাই মালতী শিবপূজার

ছলে সেথায় গেলে মাধবের সঙ্গে দেখা হবে, তুমি কোথায় যাচ্চো ?

বুদ্ধরক্ষিতা। মন্দারিকা আমাকে বাগানে যেতে বলেছে, তাই আমি যাচ্চি।

অবলোকিতা। ভগবতী তোমাকে যে বিষয়ে নিযোগ করেছেলেন তার কি হলো ?

বুদ্ধরক্ষিতা। সে অনেক দিন শেষ করেছি, অঘটন ঘটাতে আমি যেমন পারি এমন আর কে পারে।

অবলোকিতা। বুদ্ধরক্ষিতা ভাল ভাল, তা এখন চল দুজনেই যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(কামন্দকীর প্রবেশ।)

কামন্দকী। (সগর্ব্বে) আমি অনেক কৌশল করে এই ক দিনের মধ্যেই মালতীর অনুরাগ বাড়য়েছি, এখন দিন দিন বিরহে ক্ষীণ হচ্চে, প্রিয়তমের দর্শন না পেলে প্রসন্ন থাকে না, নির্জ্জনে কথা জিজ্ঞাসা কল্লে অনেকক্ষণ পরে সঙ্কেতে উত্তর দেয়, আমি যখন বাড়ি আসি তখন হাত ধরে আবার আস্‌বার প্রার্থনা করে, আর আমাকে পুনঃ পুনঃ নায়ক নায়িকার গল্প কত্তে বলে, আমি যখন বাসবদত্তা, শকুন্তলা, উর্ব্বশী প্রভৃতির গল্প করি তখন আমার হাঁটুতে মাথা দিয়ে এক মনে শোনে, দেখি আজকে বিধাতার মনে কি আছে।

(নেপথ্যে* অবলোকন করিয়া) এই যে মালতী আস্চে, বাছা এসো এসো, এদিকে এসো।

(মালতী ও লবঙ্গিকার প্রবেশ। *)

মালতী। (জনান্তিকে) সখি! আমার নিমিত্তে প্রাণনাথ এত ক্লেশ কচ্চেন্ কিন্তু আমার যেতে পা কাঁপ্চে।

লবঙ্গিকা। দেখ দেখি সই কেমন সুগন্ধ বায়ু বচ্চে, কোকিল-কুলের কলরবে বন আকুল হয়েছে, চল সই আমরা নতুন বাগানে যাই। আর ভগবতী যা বল্লেন তাতে আশঙ্কা হতে পারে, কিন্তু সখী প্রিয়তমকে প্রথমে দেখে অবধি তোমার যে অবস্থান্তর হয়েছিল, তা স্মরণ হলে হৃৎকম্প হয়, নিরন্তর নির্জ্জনে বসে কত কি ভেবেচ, তোমার আহার বিহারে আর কিছুতেই অভিরুচি ছিল না, শরীর শীর্ণ, কেবল লাবণ্যময়ী ছায়া মাত্র অবশিষ্টা আছে, রজনী জাগরণে তোমার চক্ষুঃদ্বয় রক্তবর্ণ ও মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ হয়েছে, সই বিরহের আকারই এই, তা ভাব্লে কি হবে।

কামন্দকী। লবঙ্গিকে! কি প্রমাদ উপস্থিত, স্বভাবতঃ সুকুমার মন্ত্রিকুমার মাধবকে নিদারুণ পঞ্চবাণ অনুক্ষণ শরাসনের বশম্বদ করে কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা দিচ্চেন তা বলে যানাতে পারিনে।

লবঙ্গিকা। ভগবতী এই দেখুন মাধব ও মালতীর চিত্রিত

---

* এস্থলে চতুষ্পাঠীর চিত্রপট পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্যানের চিত্রিত পট নিবেশিত হইবেক।

পট দেখুন, আর এই যে বকুলমালা দেখ্‌চেন এ মাধবের গাঁথা, এই জন্যে প্রিয়সখী সাদরে কণ্ঠে রেখেচেন্।

মাধব। (বৃক্ষান্তরাল হইতে) ওরে বকুলমালা! তুই ধন্য, কারণ মালতীর কণ্ঠালিঙ্গন পেয়ে জগতীর যাবতীয় সুখ একাই এককালে ভোগ কচ্চিস্, হে জগদীশ্বর! নীচ ব্যক্তি উচ্চপদস্থ হলে নিজ উপকর্ত্তার নিকট অকৃতজ্ঞ হয়, ইহা যথার্থ, এই বকুলমালা আমি স্ব হস্তে গেঁথেচি কিন্তু এক্ষণে আমাকে উপেক্ষা করে মৃগনয়নার কণ্ঠস্থ হয়ে জগতের সার সুখ উপভোগ কচ্চে।

নেপথ্যে। (আর্ত্তস্বরে চীৎকারধ্বনি) ওরে বাবারে, বাবারে, পালারে পালা, মহারাজার চিড়িয়াখানা থেকে সেই বড় বাগ্‌টা পিঁজ্‌রে ভেঙে বেরয়েছে, সামাল সামাল, (সকলে সত্রাসে আকাশে কর্ণপ্রদান) আবার কি হলো রে কি হলো, মদয়ন্তিকারে বুঝি খেলে।

(সত্বরে বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ।)

বুদ্ধরক্ষিতা। (সত্রাসে) ঐ যাঃ! কি হলো, কি হলো, তোমরা সকলে এসে প্রিয়সখী মদয়ন্তিকারে বাঁচাও, এতক্ষণ বুঝি তার ঘাড় ভেঙে খেয়ে ফেল্লে।

মালতী। (সসব্যস্তা হইয়া) লবঙ্গিকে! কি বিপদ্, কি বিপদ্।

মাধব। (সহসা অন্তরাল হইতে নির্গত হইয়া) বুদ্ধরক্ষিতে!

কোথায়, চল আমি অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করে তোমাদের প্রিয়সখীকে উদ্ধার করবো।

মালতী। (মাধবকে দেখিয়া সহর্ষে স্বগত) ও মা! ইনি কোত্থেকে এলেন।

বুদ্ধরক্ষিতা। এই দিকে আসুন মহাশয়।

(বুদ্ধরক্ষিতাও মাধবের প্রস্থান।)

কামন্দকী। যাদু! সাবধান হয়ে বিক্রম প্রকাশ করো।

মালতী। (জনান্তিকে) লবঙ্গিকে! বোধ হয় আরও বা কত বিপদ্ ঘটে।

(পটপ্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

মালতী মাধব নাটক।

দ্বিতীয়কাণ্ড।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

পটোত্তোলনানন্তর।

(কামন্দকীর পর্ণশালা।)

(লবঙ্গিকার সাহায্যে অচেতন মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ।)

(কামন্দকী, মালতী, মদয়ন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা, মাধবও মকরন্দের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছিলেন্।)

মদয়ন্তিকা। (সত্রাসে) মা অনুকম্পাকরে মকরন্দকে রক্ষা কর।

মালতী। (সরোদনে জনান্তিকে) হে নয়ন! তোমাকে শেষে এই দেখ্‌তে হলো?

কামন্দকী। (কমণ্ডলুহইতে জল লইয়া মাধব ও মকরন্দের মস্তকে প্রদান) আহামরি নাজানি বাছারা কত কষ্টই ভোগ করেছে।

বুদ্ধরক্ষিতা। (মদয়ন্তিকার প্রতি জনান্তিকে) বোন্ আমি যার কথা কই সে এই, দেখ দেখি কেমন মুখশ্রী।

মদয়ন্তিকা। হাঁ সই আমি দ্যাখ্‌বামাত্রেই বুঝিছি, রতিপতি ও এঁর রূপ দেখে লজ্জিত হন্।

বুদ্ধরক্ষিতা। মদয়ন্তিকে! তুই যেমন তেম্‌নি তোর মোনের মত্তো জুটয়েচি।

মদয়ন্তিকা। বটে লো বটে বটে, (মাধবের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) সই মাধব মালতীতে অনুরক্ত হয়েছে।

কামন্দকী। (স্বগত) আজ্‌কে মকরন্দের সঙ্গে মদয়ন্তিকার দেখা হয়ে বড় ভাল হলো, (প্রকাশ্যে) বাছা মকরন্দ! মদয়ন্তিকারে যে বাগে ধরে নেগ্যাচে তা-তুমি কেমন্ করে জান্‌লে?

মকরন্দ। লোকমুখে কোন অশুভ সম্বাদ শুনে আমি প্রিয়বয়স্যাকে বল্‌তে যাচ্ছিলেম, এমন সময়ে দেখ্‌লেম, যে একটী ভাল মানষের মেয়েকে বাগে ধরে নে-যাচ্চে তাই তাড়াতাড়ি আমি উদ্ধার কত্তে গেলেম।

কামন্দকী। (স্বগত) বোধ হয় যে মালতীর সঙ্গে নন্দনের বে হবে, তা এ শুন্তে পেয়েচে (প্রকাশ্যে) বাছা মাধব! মালতীকে প্রীতিদান কর্‌বার এই সময়।

মাধব। মা আমি অচেতন হলে মালতী যে উপকার করেচেন্ তা প্রাণদান কল্লেও তার শোধ হয় না।

মদয়ন্তিকা। (জনান্তিকে) ওমা ইনি কসুর যান্‌না, সময় পেলে সুরস কথা কয়ে লোকের মন ভুলাতে বেস পারেন্।

মালতী। (জনান্তিকে) কেন কেন, আজ আমার মন কেন এমন হলো, একি (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) আজ কিছুই ভাল লাগ্‌চেনা, কিছুতেই মন যাচ্চে

না, এর কারণ কি? (দক্ষিণ চক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া) একি ডান্‌চোক নাচ্চে কেন (সবিষাদনে) হায় বুঝি আবার কি ঘট্‌বে।

(দূতের প্রবেশ।)

দুত। (মদয়ন্তিকার প্রতি) দিদিঠাকরুন প্রণাম করি।

মদয়ন্তিকা। কেও এসো, তবে কেন কি নিমিত্তে এসেচো?

দুত। আজ্ঞা আজ্‌কে আপ্‌নার বড়দাদার সঙ্গে মালতীর বে হবে, তাই আপ্‌নার দাদা আপ্‌নাকে বলে পাঠালেন।

মকরন্দ। (মাধবের প্রতি) ভাই লোক মুখে এই কথাই শুনেছিলেম।

(মালতী ও মাধবের বিষণ্ণ।)

মদয়ন্তিকা। (সাহ্লাদে সই ছেলেবেলা অবধি আমরা একত্রে খেলেচি, একত্রে বসেচি, একত্রে শুয়েচি, এখন, আবার তুমি আমাদের ঘরের লক্ষ্মী স্বষ্টিধরী হলে এচ্চেয়ে আর ভাগ্যি কি বল।

কামন্দকী। (সগর্ব্বে) তোমার ভেয়ের বড় জোর কপাল।

মদয়ন্তিকা। সে আপ্‌নাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে (বুদ্ধরক্ষিতার প্রতি) সখি! তবে আর দেরি করে কাজ্‌নি চল (স্বগত) আর কি প্রাণনাথকে দেখ্‌তে পাবো।

(দূত বুদ্ধরক্ষিতা ও মদয়ন্তিকার প্রস্থান)

মাধব। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হৃদয়! এতদিনে

বুঝি আশালতা সমূলে উন্মূলিত হলো, আর অনর্থক আশ্বাসের ফল কি? এখন্ ভগবান্ কন্দর্পের উদ্দেশ্য সাধন হবে তার আর সন্দেহ নাই।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। (কামন্দকীর প্রতি) ভগবতি! প্রণাম করি।

কামন্দকী। বাছা বেঁচে থাকো, তবে কি জন্যে এসেচো?

দূত। আজ্ঞা, রাজমহিষী আপ্‌নাকে মালতীকে লয়ে যেতে বল্লেন্।

কামন্দকী। বাছা চল তোমার মা ডাক্‌চেন্।

(সকলের পরিক্রমণ।)

মাধব। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায়! প্রণয়ের পরিণাম যে এত বিরস তা স্বপ্নেও জান্তেম্ না।

মালতী। (স্বগত) নাথ! বুঝি এই পর্য্যন্তই সাক্ষাৎ হলো।

লবঙ্গিকা। (স্বগত) রে অমাত্য! তুই কি সর্ব্বনাশ ঘটালি বুঝি প্রিয়সখী প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বেন, হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

মালতী। (সরোদনে) আর আমার বেঁচে সুখ কি, আশার অতিরেক ফল হলো, হা পিতা তোমারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো, ওরে দৈব! তুইও কৃতার্থ হলি।

গীত।

রাগিণী কানেড়া, তাল আড়াঠেকা।

বাঁচিয়ে কি ফল, আশা না পূরিল।
আমার কপালদোষে অমৃতে বিষ উঠিল॥

বড় সাধ ছিল মনে, সান্ত হবো কান্তসনে,
পোড়া বিধি সঙ্গোপনে, সে সাধে বাদ সাধিল।
আশাতরু আরোপিয়ে, যত্নে যত্নবারি দিয়ে,
রাখিলাম প্রেমবনে করিয়ে যতন ॥
কোথা ফলিবে সুফল, নিরাশাবায়ু প্রবল,
একেবারে করি বল, মূলসহ উচ্ছেদিল।

(মালতী, কামন্দকী, লবঙ্গিকা ও দূতের প্রস্থান।)

মাধব। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতী কামন্দকী আমাকে বৃথা আশ্বাস দিচ্ছেন, এখন কি করি, এ প্রাণ রাখায় আর কি ফল, প্রিয়াবিরহে প্রাণপরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর।

মকরন্দ। বয়স্য! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, চল বাসায় যাই, আর এখানে থাক্‌বার প্রয়োজন কি?

(পটপ্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

মালতী মাধব নাটক।

তৃতীয়কাণ্ড।

সপ্তম অঙ্ক।

(পটোত্তোলনানন্তর।)

দেবতা মন্দিরের নিকট শ্মশান ভুমি।

(তিমিরাবৃত ত্রিযামা সময়ে বিদ্যুৎ ও মেঘের শব্দ।)

(মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। কি ভয়ানক রাত্রি, উঃ কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, শ্মশান স্থান কি ভয়ঙ্কর, চারিদিকে শিবাগণের শব্দে, পেচক কুলের অমঙ্গল দুষিত ধ্বনিতে, অদুরে জ্বলন্ত চিতার মধ্যস্থ দগ্ধ কাষ্ঠ ফলকের শব্দে, প্রলয় বৈষয়িক ব্যক্তিরও বৈরাগ্যোদয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এক্ষণে মন! কেন আর অন্য বিষয় দর্শনে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে বিরত হও? হে নেত্রযুগল! আর কি প্রিয়ার দর্শন পেয়ে চরিতার্থ হতে পা-র্‌বে? হে কর্ণদ্বয়! তোমরা আর্ কি সেই সুকোমল কথা শুনে জুড়াতে পাবে ? হে হস্তদ্বয়! কেন আর বিলম্ব কর, তোমরা মনেও ভেবনা যে আর সেই

সৌন্দর্য্য-শালিনীকে আলিঙ্গন কত্তে পাবে। হে চরণ দ্বয়! তোমরা কেন গমনে ক্ষান্ত হয়েছ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়!! এই পর্য্যন্তই আমার সুখ সৌভাগ্যের শেষ হলো, জীবনের পরিশেষ হলো, আশালতা সমূলে উচ্ছেদিতা হলো (সরোদনে) হে পিতা মাতা! তোমরা এতক্ষণে মনে কচ্চ, মাধব পাঠশালায় পড়তে গ্যাছে কিছুদিন পরেই ফিরে আসবে, কিন্তু সে আশা অসার জেনে নিরাশ হও। মাধব প্রেমের উপহার স্বরূপ হয়ে জীবনত্যাগ করে, তোমাদের এত ভাল বাসা, এত অনুরাগ, এত স্নেহ, এত যত্ন, সকলি নিষ্ফল হলো, তোমরা মনে করেছিলে মাধবের জীবনের পরিপক্কতায় আশালতা ফলবতী হবে, কিন্তু সে আশালতা সমূলে উচ্ছিন্না হলো, অবশেষে মনে কেবল এই মাত্র খেদ রৈল যে মরণ কালে পিতা মাতার চরণ দর্শন কত্তে পেলেম না। হে প্রিয়ে মালতি! তুমি আমাকে প্রাণের সমান ভালো বাসতে, আমার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জানাতে, আমি কথা কৈলে কর্ণপেতে শুন্তে, অন্যের সঙ্গে কথা কবার সময় আমার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতে, এখন সেই মাধব তোমার প্রেমময় সুধা পান কত্তে নাপেরে পিতা মাতা কুল স্বজন পরিজন প্রভৃতি পরিত্যাগ করে প্রাণ পরিত্যাগ করে, কেবল মনে এই এক খেদ রৈল যে মরণকালে তোমার মুখ-

চন্দ্র নিরীক্ষণ কর্ত্তে কর্ত্তে তোমার সুধাময় স্বর শুন্তে শুন্তে প্রাণ বিয়োগ হলোনা, (ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া সরোদনে) হে শ্মশানস্থ মহাপুরুষগণ! তোমরা আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার মৃত দেহ ও প্রিয়া মালতীর সহবাসে পরমসুখ অনুভব করে, তিনি যে জলে স্নান কর্‌বেন, যে জল সেচন কর্‌বেন, যে স্থলে গমন কর্‌বেন, যে তাপ ব্যবহার কর্‌বেন দেহস্থ পঞ্চভূত যেন সেই সেই স্থলে উপনীত হয়, (কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বন।)

নেপথ্যে। (শিবাগণের শব্দ ও কুক্কুর ধ্বনি।)

মাধব। হে শ্মশানবাসী শিবাগণ! তোমরা আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আশীর্ব্বাদ কর যেন আর জন্মে পুরুষ দেহ ধারণ করে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ কর্ত্তে না হয়, যদিও পুরুষ দেহ ধারণ কর্ত্তে হয়, তবে যেন কামিনী কুলের প্রণয় পাশে বদ্ধ না হই, (ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া সাশ্চর্য্যে) একি! শ্মশান স্থলের সন্নিকটবর্ত্তি করালা দেবীর মন্দিরে যেন কোন কামিনী আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন কচ্চে, (সসম্ভ্রমে) একি মন! প্রাণ পরিত্যাগে সম্মত হয়ে শ্মশানে এসে আবার অন্য বস্তুর অনুসরণে যত্নবান হলে?

নেপথ্যে। হে পিতা মাতা! তোমাদের কথাই যথার্থ হলো, ওরে দুর্ব্বৃত্তরাজা! তোর অভিলাষই পূর্ণ হলো, ওরে দুর্দ্দৈব! তোর মনে কি এই ছিল?

গীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল একতালা।

কোথা নিরঞ্জন।

এ বিপদে মরি, চেয়ে দেখ হরি, তোমা বিনে কার
কারে বা স্মরণ। ছিলাম কি আসে, আপনারি বাসে,
ত্যেজিয়া সে আসে, পড়িলাম্ ফাঁসে, ত্রাসে আঁখি ভাসে,
শ্মশানে বিনাশে, সরলা অবলা প্রাণ ॥
কোথায় এখন, ভাই বন্ধুগণ, জনক জননী আর পরিজন।
কোথা হে মাধব, মম প্রাণধব, কোথা দিলে বিসর্জ্জন ॥
দেখিলে না চক্ষে, পড়িছি কি দুঃখে, আঁখি বারি বক্ষে,
বহে নিরপেক্ষে, নাহি আর রক্ষে, কে হবে স্বাপক্ষে,
তারিবে দুঃখিনীজন ॥

মাধব। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) অহো! একি, প্রিয়া মালতীর কণ্ঠধ্বনি যে, তিনি কি বিপদে পড়েছেন্ তবে প্রাণ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই দেখ্‌তে হলো।

(মাধবের প্রস্থান। *)

---

* এস্থলে শ্মশান ভূমির চিত্রিত পট উত্তোলিত হইলে করালা দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরের চিত্রিত পট প্রদর্শিত হইবেক, তথায় করালাদেবীর সম্মুখে বধ্যবেশধারিণী মালতী, অঘোরঘণ্টা, ও কপালকুণ্ডলার অবস্থান। সংস্কৃত গ্রন্থে এস্থানে পটপ্রক্ষেপ লিখিত আছে, কিন্তু অভিনয়ের লালিত্য ভঙ্গভয়ে এস্থলে রহিত করা গেল।

অঘোর ঘণ্টা। (করালাদেবীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া) দেবি চামুণ্ডে! তোমার তুষ্টি ও আমাদিগের ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত এই স্ত্রীরত্নকে অদ্য বলি প্রদান করবো, মা তুষ্টা হও তুষ্টা হও, প্রসন্নাহয়ে ভক্তের মনো-বাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

(মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। (মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের অন্তরাল হইতে স-ভয়ে) অহো! যথার্থইতো বটে প্রিয়া মালতী এ-স্থানে উপস্থিতা হয়েছেন, আহা! পাষণ্ডেরা প্রি-য়াকে কত কষ্টই দিচ্চে, রক্তবর্ণ বস্ত্র পরে রক্তমাল্য গলদেশে ধারণ করে বধ্যবেশিনী হয়েও জনগণের মনোহর হয়েছেন, হায়! কি সর্ব্বনাশ, আমি আর একটু পূর্ব্বে নাএলেই পাষণ্ডেরা প্রিয়ার প্রাণ সংহার কত্তো, (সরোদনে) হাঁরে নিদারুণ বিধি আমার অ-নিষ্ট চেষ্টা করে তোর কি উপকার হচ্চে বলা যায় না।

অঘোর ঘণ্টা। (খড়্গ গ্রহণ করিয়া) বাছা তোমার যে যেখানে আছে এই বেলা স্মরণ করে ন্যাও দারুণ কৃতান্ত তোমার সম্মুখে উপস্থিত।

মালতী। (সরোদনে) হা নাথ! তুমি এক্ষণে কোথায়, মনে করে ছিলাম, নাথকে সম্মুখে রেখে নাথের মুখচন্দ্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাণপরিত্যাগ কর্‌বো, কিন্তু সে আশায় নিরাশ হলেম, তবে নাথ এক্ষণে এই

করো যে আমি লোকান্তরিত হলেও আমাকে মনে রেখো।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়া।

প্রাণপতি এবে কোথায় হে।
মরিলে রেখো মনেতে ॥

প্রেমময় হেমহারে, মানস সুধার ধারে, ধরিব গলেতে।
নিরাশ আতপে শেষে লাগিল শুখাতে ॥
সতত বিয়োগী মন, স্থির নহে কদাচন, ইন্দ্রিয় সহিতে।
মারে মারে মনে মোরে পরেতে প্রাণেতে ॥

কপালকুণ্ডলা। এ কামিনী মাধবানুরাগিণী দেখ্‌তে পাচ্চি।

অঘোর ঘণ্টা। যে হোক্‌ সে হোক্‌ আমি আর বিলম্ব কত্তে পারি নি (খড়্গোত্তোলন)

মালতী। (সরোদনে) হাপিতা! তুমি কি নির্দ্দয়, হে মাতা! তুমি কি আর আমার উপর স্নেহ কর্‌বে, হে ভগবতি! তুমি সর্ব্বদাই আমার হিত চিন্তা কত্তে, হা প্রিয়সখি লবঙ্গিকে! তোমার সঙ্গে ছেলে ব্যালা অবধি প্রণয়, একত্রে শুয়েছি, একত্রে বসেছি, একত্রে খেলেছি, এক দণ্ডের জন্যেও কাচ্ছাড়া হইনি, এক্ষণে জন্মের মত বিদায় হলেম, যদি জন্মে কোন অপরাধ করে থাকি সে অপরাধ গ্রহণ করোনা।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল মধ্যমান।

কোথায় রহিলে প্রাণ সখী জন।
সঙ্কটে পড়েছে এবে মালতী জীবন॥
সময়ের কিবা গুণ, সময়ে সাধয়ে গুন,
সময়ে বিগুণ গুণ দেখি অনুক্ষণ।
কোথা বিবাহ ব্যাপার, কোথা নন্দন আগার,
দৈবগতি চমৎকার করিতে সাধন॥
মনের মানস যত, নিস্ফলে বিলয় গত,
দণ্ডধর সমাগত লইতে জীবন।

মাধব। (সসম্ভ্রমে) হৃদয়! এখনও বিলম্ব কচ্চো—(দ্রুত-গমনে অঘোরঘণ্টার হস্ত হইতে মালতীকে পরিত্রাণ) প্রিয়ে! ভয় কি ভয় কি, আমি এসেছি আমি এসেছি, মৃত্যুর আশঙ্কা পরিত্যাগ কর, এ নরাধম ব্যাটারা এখনি ফল পাবে।

অঘোর ঘণ্টা। তুই ব্যাটা কেরে? আমাদের মাঙ্গলিক কর্ম্মে বাধা দিলি।

কপালকুণ্ডলা। মহাশয়! ওছোঁড়া—কামন্দকীর সুহৃৎ পুত্র, এখানে মত্তে এসেছে।

মাধব। (সরোদনে) প্রিয়ে! তুমি কিরূপে এখানে এলে?

মালতী। নাথ! আমি শুয়েছিলাম এখানে এসে জেগেছি এরবেশি আমি কিছু জানিনে, নাথ! তুমি এখানে কিরূপে এলে?

মাধব। প্রিয়ে! আমি তোমার বিরহে প্রাণপরিত্যাগ কত্তে এসেছিলাম।

মালতী। (সাশ্চর্য্যে) সে কি নাথ সে কি !!

মাধব। (অঘোর ঘণ্টার প্রতি) ওরে ব্যাটা নরাধম পাষণ্ড! এমন বিষম সাহসের কর্ম্ম কত্তে বসেছিলি?

অঘোরঘণ্টা। ওরে ব্যাটা বামনের ডিম! এখনও মুখ সামলে থাক।

মাধব। ওরে দুরাত্মন! তোর কি দয়া নাই মমতা নাই? কি বুঝে আমার প্রিয়তমার প্রাণসংহার কত্তে বসেছিলি? তা হলে সংসার অসার হতো, লোকেরা আলোক শূন্য হতো, আর কন্দর্পও দর্প শূন্য হতো, আরও দেখ, সখীরে পরিহাসছলে ফুলফেলে মাল্লে যে সুকুমার অঙ্গ ব্যথিত হয়, তাঁরে নির্দ্দয় পাষণ্ড! তুই কি বুঝে সেই শরীরে অস্ত্রাঘাত কর্‌বি?

নেপথ্যে। ওরে শান্তি রক্ষক সেনানীগণ! তোরা এই মন্দিরের চারিদিক অবরোধ কর, বোধ হয় অঘোরঘণ্টা করালা দেবীর সম্মুখে বলিদানার্থ মালতীকে হরে এনেছে।

মাধব। প্রিয়ে! আর ভয় নাই, শান্তিরক্ষক সেনানীগণ উপস্থিত হয়েছে, এক্ষণে তোমায় তাদের হাতে সমর্পণ করে, আমি এব্যাটাদের প্রাণসংহার কচ্চি।

(শান্তিরক্ষক সেনাগণের প্রবেশ।)

(ও অঘোরঘণ্টা এবং কপালকুণ্ডলার সহিত যুদ্ধ করিতে২)

(পটপ্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

মালতী মাধব নাটক।

তৃতীয়কাণ্ড।

অষ্টম অঙ্ক।

রাজ মার্গ।

(পটোত্তোলনানন্তর

(কপালকুণ্ডলার প্রবেশ।)

কপাল কুণ্ডলা। দুরাত্মা মাধব মালতীর নিমিত্তে গুরু অঘোরঘণ্টাকে কেটে ফেলেছে, তা এবারে আমি ও সাধ্যপক্ষে চেষ্টা কর্‌বো এবারে তাঁর আর রক্ষা নেই (সম্মুখস্থ অট্টালিকার দিকে লক্ষ্য করিয়া) এবাড়ীতে বের ঘটা দেখ্‌তে পাচ্চি।

নেপথ্যে। ওগো এখনো কুটুম্বেরা এসে পৌঁছন্‌নি, এই বেলা মালতীকে সঙ্গে নিয়ে তোমরা নগরদেবতার মন্দিরে যাও।

কপালকুণ্ডলা। আমিও যাই দেখিগে মাধবের কিসে অপকার হয়।

(কপালকুণ্ডলার প্রস্থান।)

(কলহংসের প্রবেশ।)

কলহংস। আমার প্রভু মাধব ও সখা মকরন্দ নগরদেব-

তার ঘরে মালতীর অপেক্ষায় বসে আছেন, তাই আমায় বল্লেন, যে কলহংস! মালতী বাড়ীথেকে বেরিয়েচে কি না একবার যেনে এসো দেখি, তা আমি তো এই সেখানথেকে আস্‌চি, বাড়ীর লোকেরা বল্লে মালতী নগরদেবতার মন্দিরে গ্যাছেন, তা যাই আমিও গে বলিগে প্রভুর চঞ্চল মন সুস্থ কর্‌বার জন্যে যদি প্রাণওপরিত্যাগ কত্তে হয় তাও স্বীকার কত্তে হবে, (সম্মুখে দেখিয়া) এই যে প্রভু সখার সঙ্গে এই দিকেই আস্‌চেন তবে ভালই হলো, (এক্‌-পার্শ্বে স্থিতি।)

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ।)

মাধব। বয়স্য! ভগবতীর কথাওকি মিথ্যা হলো? তাঁর অলৌকিক কৌশল ও কি নিষ্ফল হলো? ভাই মা-লতীর নিমিত্ত আমার চিত্ত সাতিশয় চঞ্চল হয়েছে, কিছুতেই প্রবোধ মান্‌চেনা যদি কোন উপায় থাকে তা বলো।

মকরন্দ। বয়স্য! এত কাতর হও কেন? সময়ে মনোরথ অবশ্যই সফল হবে, তার ভাবনা কি।

কলহংস। মহাশয়! মালতী বাড়ীথেকে বেরিয়ে গ্যাছে।

মাধব। (সসম্ভ্রমে) বলি সত্য বল্‌চো না প্রবঞ্চনা কচ্চো?

মকরন্দ। না হে না ঐ দেখ মালতী আস্‌চে, দেখ দেখি সখা মালতী বিবাহ বেশধারিণী হয়ে কুসুমিত মালতী লতার ন্যায় কি রমণীয়া হয়েছে।

মাধব। সখা! ঐ দেখ মালতী করিণী হতে অবতীর্ণা হয়ে এইদিকেই আসচে।

(কামন্দকী, লবঙ্গিকা, ও মালতীর প্রবেশ।)

কামন্দকী। (সহর্ষে) বিধাতা কার্য্যসাধনে অনুকূল হোন্ আমার মনোবাঞ্ছা সফল হোক্।

মালতী। (স্বগত) অভাগা রমণীগণের মরণ ও দুর্ল্লভ।

কামন্দকী। বাছা লবঙ্গিকা! তুমি মালতীকে লয়ে মন্দিরের ভিতর যাও।

লবঙ্গিকা। মা! তুমি কোথায় চল্লে?

কামন্দকী। আমি গয়না গুলো পরীক্ষা করে আসি।

মালতী। (স্বগত) কেবল লবঙ্গিকা আমার কাছে রইলো!

লবঙ্গিকা। সখি! এই দেবতা মন্দিরদ্বার চল আমরা প্রবেশ করি, সখি! এই মালা পর, এই চন্দনের টিপ্ কর, তা হলেই বেশ সাজ্‌বে।

মালতী। (সবিষাদে) কেন সখী! সাজিয়ে কি কর্ব্বে?

লবঙ্গিকা। সখি! বের সময় নতুন কাপড় পোরে, ভাল অলঙ্কার পোরে দেবতাদের পূজা কত্তে হয়, এমাঙ্গল্য কর্ম্ম।

মালতী। সখি! একেত জ্বল্‌চি——(নিরুত্তর।)

লবঙ্গিকা। সখি! কি বোল্‌ছিলে বলো মনেরভাব গোপন করা কিছু নয়।

মালতী। সখি! দুর্ল্লভ জনে অনুরাগিণী হয়ে একেতো জ্বলে মচ্চি তাতে আবার বুড় বরের সঙ্গে বে এতে সই বেচে সুখ কি? (রোদন।)

মকরন্দ। ভাই শুন্‌লে।

মাধব। হঁা ভাই শুন্‌লেম, কিন্তু প্রিয়ার এরূপ বিরহ বিকারে আমার মন যে কিরূপ হচ্চে তা বলে যানাতে পারি না।

মালতী। সখি! আমার মরণান্তে অনুগ্রহ করে আমাকে এক একবাব স্মরণ করে মাধবের মুখচন্দ্র দর্শন করো, আর সখি। তিনি আমার অশুভ সংবাদ পেয়ে অতি কাতর হয়ে যেন প্রাণপরিত্যাগ করেন্ না, তিনি আমার বিপদে জীবন দান করেছেন, কিন্তু তার মতন এজন্মে কিছু কত্তে পাল্লেম্ না, মনে এই খেদ রইলো।

মকরন্দ। উঃ! কি কষ্ট, কি কষ্ট, মালতী অভিলাষানুরূপ ফললাভে নিরাশ হয়ে কি ক্লেশই সহ্য কচ্চেন, হঁারে নিদারুণ বিধি ও হে কি অবলা রমণী কুলকে নিরবধি দুঃখভোগ কত্তেই সৃষ্টি করেছেলে?

লবঙ্গিকা। সখি! একি তুমি যে একেবারেই জ্ঞান শূন্য হলে?

মালতী। সখি! মাধব অপেক্ষা মালতীর জীবন রক্ষা কি শ্রেয়স্কর বোধ হলো?

লবঙ্গিকা। সখি! উভয়েই আমার প্রিয়, আর বেঁচে থাক্‌লে মিলনের অনেক পথ আছে।

মালতী।(সরোদনে) সখি! আর কেন মিছে আশ্বাস দ্যাও আশালতা উন্মূলিতা হলে আর অঙ্কুরিত হয় না,

তোমার পায়ধরি আমি নিতান্তই প্রাণপরিত্যাগ ক-
র্‌বো আমাকে আর প্রবোধ দিও না। (চরণে পতন।)

লবঙ্গিকা। (ইঙ্গিতে মাধবকে আহ্বান করিয়া, এখানে
এসো, এখানে এসো।

মকরন্দ। সখা! এই ব্যালা গিয়ে লবঙ্গিকার জায়গায়
দাঁড়াও।

(মাধবের স্থান পরিবর্ত্তন।)

মালতী। সই! প্রসন্না হও আমাকে আর অনুরোধ
করো না।

মাধব। সরলে! ও রূপ সাহস করো না তোমার দুঃসহ
বিরহ সন্তাপে আমার হৃদয় সন্তাপিত হচ্চে।

মালতী। সই! তুমি বই আমার উপরোধ আর কে রক্ষা
কর্‌বে।

মাধব। সখি! যদি নিতান্তই বিরহে অধীরা হয়ে থাক,
তবে আমাকে জন্মেরমত আলিঙ্গন করে যা অভি-
লাষ থাকে কর। আমি আর অনুরোধ কর্‌বো না।

মালতী। (সহাস্যে উটিয়া) সখি! বাষ্পজলে নেত্রযুগল
আচ্ছন্ন হয়েছে আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি নে।
(আলিঙ্গন করিয়া) সখি! তোমাকে আলিঙ্গন করে
আজ অনুরূপ স্পর্শ সুখ অনুভব কচ্চি। (সরোদনে)
সখি! তাঁকে বলো মালতী তোমার জন্যে কত
দুঃখ পেয়েছে, আহার বিহার পরিত্যাগ করে দিবা-
নিশী তোমার চিন্তায় একান্ত নিমগ্না থাক্‌তো তার

আর কিছুতেই সুখ ছিল না, কিন্তু এত কষ্ট পেয়েও তোমাকে পেলে না, এই ক্ষোভ টা রয়ে গেল। আর সখি! এই বকুলফুলের মালা তিনি যত্ন করে গেঁথেছিলেন ইটি তুমি কণ্ঠে ধারণ কর (বকুলমালা গলদেশে প্রদান।)

মাধব। আহা! প্রিয়ার শরীরটী কি শীতল, বোধ হয় যেন কোটি কোটি সুস্নিগ্ধ বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত হয়েছে।

মালতী। (সহসা চক্ষুঃউন্মীলন করিয়া) (সলজ্জায়) একি! লবঙ্গিকা আমায় বঞ্চনা কল্লে।

মাধব। (মালতীর করে কর প্রদান করিয়া) প্রিয়ে! কেবল আপনার মনোবেদনা জানাচ্চো কিন্তু মাধব তোমার জন্যে কি পর্য্যন্ত যাতনা স্বীকার কচ্চে তা জান না, প্রতিদিন দেহ দাহনের নিমিত্ত নিরন্তর সুশীতল বস্তু সেবন কত্তেম; নির্জ্জনে বসে তোমার প্রতিরূপ চিত্রিত করে চিত্ত বিনোদন কত্তেম, আরো কত বিষম সাহসের কর্ম্ম করেছি তবুও তুমি প্রসন্না হও নি?

লবঙ্গিকা। (সহাস্যে) সই! যা বল্‌বার তা বলে নিলেন এর উপর আর উত্তর নাই।

মকরন্দ। হাঁ! বয়স্য যা বল্লেন এর আর উত্তর নাই বটে, এক্ষণে মালতী পাণিগ্রহণ করে সমুদয় দুঃখ শান্তি করুন।

(কামন্দকীর প্রবেশ।)

কামন্দকী। বাছা! বুঝি আজ বিধি সানুকূল হয়ে আমার কৌশল সফল কল্লেন, মালতি! দেখ তোমার প্রিয়তম উপস্থিত এখন লজ্জা ভয় ত্যাগ করে যা বিহিত হয় তাই কর, বাছা মাধব! ভগবান পঞ্চবান তোমাকে মালতী প্রদান কল্লেন, মালতী মন্ত্রীর এক মাত্র কন্যা অনুরূপ সমাগমে ভূরিবসু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন তার সন্দেহ নাই; কিন্তু বাছারে যাতে মালতী আর না যাতনা পায় তুমি তাই কর্‌বে, আর দেখ নারীর স্বামিই মিত্র ও একমাত্র জীবন স্বরূপ, তা এর আর অন্যথা করো না, বাছা! আর কিছু আমার বলবার নাই।

মাধব। ভগবতী অনুগৃহীত হলেম, এতদিনে আমার আশালতা ফলবতী হলো।

কামন্দকী। বাছা মকরন্দ! আমি এই মন্দিরের ভিতরে কাপড় চোপড় রেখে এসেছি তুমি শীঘ্র গিয়ে মালতীর বেশ ধরে এসো।

(মকরন্দের প্রস্থান।)

মাধব। ভগবতি! মালতীর বেশে নন্দনের আবাসে পাছে সখা গেলে কোন বিপদে পড়েন তাই ভাবছি।

কামন্দকী। (সগর্ব্বে) বাছা! আমার কৌশলে বিপদের সম্ভাবনা কি? এমন কৌশলে কার্য্য নিষ্পন্ন কর্‌বো যে কেউ টেরও পাবে না, এক্ষণে তোমরা উভয়ে

এই মন্দিরের ভিতরে যাও, কিছু বিলম্বেই মকরন্দের সঙ্গে দেখা হবে।

মালতী। (সহর্ষে) পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, সম্পদ সম্পদের অনুগমন করে, আজ তাই প্রত্যক্ষ হলো।

(মালতী বেশে মকরন্দের প্রবেশ।)

মকরন্দ। (সহাস্যে) দেখ দেখি ভাই আমি কেমন মালতী সেজেছি।

মাধব। (সহাস্যে) বা ঠিক মালতী, নন্দনের কপাল ভাল তাইতেই গুঁপো মালতী পেলে।

কলহংস। হায়! আমাদের ভাগ্যেতে যে এত দূর সুখ ছিল তা স্বপ্নেও যান্তেম না।

কামন্দকী। বাছা মকরন্দ! এসো আমরা এই দিক্‌দে যাই।

(সকলের পরিক্রমণ।)

মালতী। সখি! তুমি ও চল্লে?

লবঙ্গিকা। (সহাস্যে) ভাই এখন মনের মতনটি পেলে মনোভিলাষ পূর্ণ হলো, বিরহ দুঃখ দূরে গেলো দুজনে নির্জ্জনে চল্লে, এখন আর ভাবনা কি?

(পটপ্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

মালতী মাধব নাটক।

তৃতীয়কাণ্ড।

নবম অঙ্ক।

(পটোত্তোলনানন্তর।)

নন্দনের প্রাসাদ গৃহ।

(বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ।)

বুদ্ধরক্ষিতা। (সহাস্যে) ও মা! কোথা যাবো কি লজ্জার কথা আ মলো তাই নয় একটু স্যায়না হ, ও মা! ভাওনা, পোড়ার মুখো বুড়ো যেন মুখ্য়ে ছিল, মকরন্দ মালতীর বেশে তার ঘরে গিয়েছিল মিন্সে তা কিছুই জান্তে পাল্লে না গা, মিন্সে কি কানা গোঁপজোড়াও কি দেখ্তে পেলে না (উচ্চহাস্যে) খুব্ করেছে, লবঙ্গিকা বোল্‌ছিলো যে ফুলশয্যার রাত্তিরে বুড়ো যেমন আলিঙ্গন কত্তে যাবে অম্‌নি মকরন্দ নাকি গোব্যাড়ান পিটেচে, তা যাহোক এই ব্যালা মকরন্দের সঙ্গে মদয়ন্তিকার বে দিতে হবে, তা যাই, দেখিগে কোথাকার জল কোথায় যায়।

(বুদ্ধরক্ষিতার প্রস্থান।)

(মালতী বেশে মকরন্দ ও লবঙ্গিকার প্রবেশ।)

মকরন্দ। লবঙ্গিকে! কামন্দকীর কৌশল কি নিষ্ফল হবে?

লবঙ্গিকা। না ভাই তিনি এমন কুটিল নন, তুমি এই আসনে নিদ্রাছলে শুয়ে থাক মদয়ন্তিকা এলো বলে।

(বুদ্ধরক্ষিতা ও মদয়ন্তিকার প্রবেশ।)

মদয়ন্তিকা। সখি! মালতী বড় দাদাকে একেবারে চটালে ও মা! তিনি সামান্য মেয়ে নন্।

বুদ্ধরক্ষিতা। হাঁ সখী মালতী বড় কুলক্ষণে মেয়ে।

মদয়ন্তিকা। ও দশা! তাকে এখন বোজাতে যাবে কে, কার এমন মাতাবেতার দায় পড়েছে, ভাই আমি মনে করেছিলাম মালতী রূপেগুণে সমান ও মা! কেবল রাঙা মূলো।

বুদ্ধরক্ষিতা। তাই বলচি সখী চ মালতীকে কতকগুলো তিরস্কার করিগে। (উভয়ের পরিক্রমণ।)

মদয়ন্তিকা। (আসন দিকে দৃষ্টি করিয়া) ও মা! এই যে মালতী ঘুমুয়েচে না মুট্‌কা মেরে রয়েছে, বুদ্ধরক্ষিতে! জাগা না লো—জাগা না।

লবঙ্গিকা। (সক্রোধে) হ্যালো মদয়ন্তিকে! তুই কিলা? মালতীর অসুখ বোধ করেছে তাই ঘুমুচ্চে, তা ওকে এখন জাগিয়ে কি হবে।

মদয়ন্তিকা। (সসম্ভ্রমে) মালতীর আবার কিসের অসুখ?

বুদ্ধরক্ষিতা। (সব্যাজে) বল দেখি তোমার বড়দাদার অমন চমৎকার রূপ তাতে কোন রমণী সুখী না হয়,

সই যেনে শুনে মালতীর অসুখের কথা কেন জিজ্ঞাসা কচ্চো? তোমার দাদার কোন দোষ নাই, তিনি গঙ্গাজল ধুয়ে খান।

মদয়ন্তিকা। (সগর্ব্বে) বটেই তো সই তাতো বটেই, আমার দাদা এমন অবুজ নন।

বুদ্ধরক্ষিতা। না সই মালতীরই কি বা দোষ, যদি বল তোমার দাদা মালতীর মান্ ভাংবার নিমিত্তে পায়ে পর্য্যন্তও ধরেছিলেন তবু মালতী তার সঙ্গে কথা কন্নি, কিন্তু সখী এতে তো মালতীর দোষ নেই, নতুন বে হলে প্রথমে স্বামির সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা বোধ হয়, সে যাহোক সখি! আমি তোমাকে কিছু বোল্‌বো তা যদি কারুর নিকটে না প্রকাশ কর তবে বলি।

মদয়ন্তিকা। কি বল্‌বে সখি? বলো না বলো না।

বুদ্ধরক্ষিতা। বলি সখি! যদি তোমার সেই মকরন্দের সঙ্গে আবার দেখা হয় তা হলে কি কর?

মদয়ন্তিকা। সই যদি পুনর্ব্বার তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তা হলে যা কর্ব্বো তা মনেই আছে।

বুদ্ধরক্ষিতা। আচ্ছা সখী পুরুষোত্তম যেমন রুক্মিনীকে হরণ করে নিয়ে গেছিলেন, মকরন্দ যদি তেমনি করেন, সখী তা হলে কি হয়?

মদয়ন্তিকা। সখি! তিনি ভীষণ ব্যাঘ্রের হাত হতে আমাকে মুক্ত করেছেন আমি তাঁর কাছে চির জীবন বিকিয়ে আছি তিনি যা ইচ্ছা তাই কত্তে পারেন।

বুদ্ধরক্ষিতা। সখি! এই কথাটী মনে রেখো।

(মকরন্দ আসন হইতে উঠিয়া মদয়ন্তিকার হস্ত ধারণ করিলেন।)

মদয়ন্তিকা। সখি! উঠেছেন (সহসা মুখাবলোকন করিয়া সলজ্জে) ও মা! একি ইনি কোথেকে।

মকরন্দ। (মুখাবরণ মোচন করিয়া) প্রিয়ে! শঙ্কা পরিত্যাগ কর তোমার চিরকিঙ্কর প্রণয় লাভের নিমিত্তে উপগত হয়েছে, এক্ষণে অভিলাষ সফল না করে জেতে পার্‌বেনা, আজ আমার আশা ভরশা সমুদয় সফল হলো, দুরন্ত মদন কৃতান্তের ন্যায় আমার উপর অত্যাচার কচ্ছিলেন আর তার পথ রইলো না, চন্দ্রের সুশীতল কিরণ ও মলয় পবন আমার পক্ষে বিষ সমান জ্ঞান হতো, এখন তাহা প্রীতি কর ও শান্তিকর বোধ হচ্চে।

বুদ্ধরক্ষিতা। সখি! সকল বিষয় ও সকলের মনোভিলাষ সম্পূর্ণরূপে সফল হলো, এখন আর কিছুই বাকি নাই, এই জন্যে পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে সম্পদ সম্পদেরই অনুগমন করে (পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া) সখি! প্রিয়সখী মালতীর সঙ্গীত কারিণীরা নৃত্য কত্তে কত্তে এদিকে আস্‌চে।

(নৃত্য করিতে করিতে সঙ্গীতকারিণী দ্বয়ের প্রবেশ।)

মকরন্দ। আজ্ আমাদের সুখের সীমা নাই।

বুদ্ধরক্ষিতা। মহাশয়! গীত শুনুন্ গীত শুনুন, কেমন

গীত? এমন গীত কোথাও শুনেছেন? একবার শুনুন দেখি।

সঙ্গীত কারিণীদ্বয়।

গীত।

রাগিণী বাহার বসন্ত,-তাল ত্রিয়ট।

কিবা শোভা আহা মরি।
আজি স্বভাবেরি সব নব হেরি॥
তরুফুল ফল, নূতন কেবল,
নিরখি সকল সুখেরি।
তাহে নৃপ স্মর, সহ সহচর,
হরেরি ডরে রহেছে ঘেরি॥
যত অলিগণ, রক্ষা করে বন,
দেখিতে কেমন আহামরি।
কোকিল কোটাল, কাল সমকাল,
বচন বাণ হানিছে হেরি॥

মকরন্দ। বাঃ! উত্তম গীত সন্তুষ্ট হলেম।

বুদ্ধরক্ষিতা। সখি! আমি চল্লেম্ মালতী আমার নিমিত্তে অপেক্ষা করে রয়েছেন।

মদয়ন্তিকা। আমিও আর এখানে বেস্তর খন থাক্‌বো না।

(আসন হইতে উত্থান।)

মকরন্দ। তবে চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

(পটপ্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃসর্ব্বে।)

মালতী মাধব নাটক।

চতুর্থ কাণ্ড।

দশম অঙ্ক।

(পটোত্তোলনানন্তর।)

(নিশীথ সময় লতাকুঞ্জ বেষ্টিত উপবন।)

(মাধব, মালতী, ও অবলোকিতার প্রবেশ।)

মাধব। (সহর্ষে স্বগত) নিশীথ কাল কি রমণীয়, আকাশে শীতকর সমুদিত হইবামাত্রেই তিমির নিকর উচ্ছিন্ন হইয়া গেল, চন্দ্রের আলোক প্রভাবে নক্ষত্র পুঞ্জের আর তাদৃশ প্রভা নাই, সুগন্ধ মারুতের মন্দ মন্দ সঞ্চারে চারিদিক আমোদিত হচ্চে, অভিশারিকাগণ বসন ভূষণ পরিধান করে স্ব স্ব নায়ক সমীপে গমন ও তাহার মনোরঞ্জন করিবার নিমিত্ত হাস্য পরিহাসে নিশাযাপন কচ্চে, কেহই অসুখে নাই, কৃষকগণ সমুদয় দিবস কঠোর পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে দিবাবসানে সায়ং শোভা অবলোকনে শ্রম শান্তি করতঃ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে সুখে সুনিদ্রায় অচৈতন্য হয়েছে, জগতীতলস্থ ভাবত প্রাণী এই রমণীয় সময়ে সুখভোগ করিতেছে,

বিপীনবিহারি বিহঙ্গগণ স্বীয় স্বীয় নীড়ে নিরব হয়ে নিদ্রা যাচ্চে, আহা! চক্রবাক কুল প্রিয় সহচরী বিরহে দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে বুঝি কেবল ক্রন্দন করেই এই মধ্যা সর্ব্বরী অতিক্রম কর্চ্চে, নক্ষত্র সমূহ জাল মালা ব্যাপ্তা যামিনী জনগণের কি মনোহর হয়েছে, আহা! রাজমার্গস্থ নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ সকল তৈল বিহীনে বিচ্ছেদ ছায়া ধারণ করেছে, প্রহরীগণ নিশীথ সময়ে সময় নিরূপণে অশক্ত হয়েছে (কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া) (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! দেখ দেখি মধ্যাত্রিজামা কি রমণীয়া?

অবলোকিতা। (সমীপবর্ত্তিনী হইয়া) সখি! মাধব ক্ষণকাল নয়নের আড় হলে, “আর্য্য পুত্র কোথা আর কি তাঁর সন্দর্শন পাবো” এই বলে বারম্বার আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাক, এখন কি সে সব কথা বিস্মৃত হলে?

মালতী। (অসূয়ার সহিত অবলোকিতাকে দেখিতে লাগিলেন।)

মাধব। প্রিয়ে! অবলোকিতা যা বল্‌চে তা কি সত্য?

মালতী। (নিরুত্তর হইয়া মস্তক চালনা করিতে লাগিলেন।)

মাধব। প্রিয়ে! তবে লবঙ্গিকা ও অবলোকিতার মাথা খাও যদি সমুদয় প্রকাশ করে না বল।

মালতী। নাথ! এবিষয়ে আমি কিছুই জানি না। (এই

কথা বলিতে না বলিতেই লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন।)

মাধব। অবলোকিতে! একি! তোমার প্রিয়সখীর নয়ন যুগল হতে অবিরল জলধারা নির্গত হচ্চে কেন?

অবলোকিতা। কেন সই কি দুঃখে কাঁদিচিস্?

মালতী। (জনান্তিকে) সই আর কতক্ষণ প্রিয়সখী বিলম্ব কর্‌বে অনেক্ষণ তাকে না দেখে আমার মনটা কেমন কর্চ্চে।

মাধব। অবলোকিতে! তোমার প্রিয়সখী কি বল্লেন?

অবলোকিতা। লবঙ্গিকা অনেকক্ষণ গিয়েছে এখনও এসে নি তাই প্রিয়সখী রোদন কচ্চেন।

মাধব। হাঁ লবঙ্গিকা এসে নাই এজন্য প্রচ্ছন্নবেশে নন্দনের আবাসে আমিও কলহংসকে পাঠিয়েছি, সেও এখনও আস্‌চেনা, এর কারণ কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) অবলোকিতে! বুদ্ধরক্ষিতার প্রযত্ন কি সফল হবে?

অবলোকিতা। না হবার বিষয় কি, যে দিন মকরন্দ মদয়ন্তিকার জীবন প্রদান করেছেন সেই অবধি মদয়ন্তিকা মকরন্দের নিকট বিক্রীত আছে, আচ্ছা! যদি তোমার প্রিয় বয়স্যের অভিলাষ পূর্ণ হয় তা হলে আমাদিগকে কি পারিতোষিক দেবে বল?

মাধব। ভাল যদি আমার বয়স্যের মনোরথ সফল হয়, তবে এই বকুলমালা ছড়াটী তোমার গলায়দিয়ে দেবো।

অবলোকিতা। প্রিয় সখি! এই বেলা সাবধান হও যেন এই মালাছড়া টী হাত ছাড়া না হয়, এটি তোমার বড় যতনের ধন।

মালতী। সই! সময়পেয়ে আমাকে ভাল ঠাট্টা কচ্চো।

অবলোকিতা। দেখতো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে বুঝি কেউ আসচে।

মাধব। (নেপথ্যাভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া) অবলোকিতে কলহংস আসচে।

মালতী। (সহাস্য) ঐ যে আমার প্রিয়সখী লবঙ্গিকা আসচে।

(সসম্ভ্রমে কলহংস, মদয়ন্তিকা, বুদ্ধরক্ষিতা, ও লবঙ্গিকার প্রবেশ।)

লবঙ্গিকা। মহাশয়! বড় বিপদ, আমরা বে দিয়ে নন্দনের বাড়ি হতে বেরিয়ে আসচি এমন সময় কতকগুলো প্রহরী হটাৎ এসে মকরন্দকে আক্রমণ কল্লে, মকরন্দ অন্য উপায় না দেখে কলহংসের সহিত আমাদিগকে পাঠিয়ে দিলেন, তিনি এখন তোমার প্রতীক্ষা কচ্চেন।

মালতী। হায় হায়! হরিষে বিষাদ হলো।

কলহংস। নিশীথ প্রভাবে অতিদূরহতে প্রহরীদের কলরব শোনা যাচ্চে, বোধ হয় আরও কতকগুলো এসে থাক্‌বে।

মাধব। মদয়ন্তিকে! এসো এসো, আজ আমাদের ঘর আলো

হলো (মদয়ন্তিকাকে বিষণ্ণা দেখিয়া) কেন তুমি এত কাতর হচ্চো কেন? বয়স্য একাকী হলেও সহস্র লোকেও তাঁহাকে পরাজয় কর্ত্তে পারে না, এ তো সামান্য কথা, তথাপি আমি সাহায্যের নিমিত্ত তথায় চল্লেম।

(কলহংসের সহিত মাধবের প্রস্থান।)

মালতী। অবলোকিতে! বুদ্ধরক্ষিতে! শীঘ্র এই সম্বাদ ভগবতী কামন্দকীর নিকট দেও. তিনি এর প্রতি বিধান করবেন. লবঙ্গিকে! তুমি আর্য্য পুত্রকে বলে এসো যদি তিনি আমাদিগের আনুকূল্য করেন, তবে সাবধান হয়ে বিক্রম প্রকাশ করুন, নইলে বিষম উৎপাত ঘটবার সম্ভাবনা।

(অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা ও লবঙ্গিকার প্রস্থান।)

মালতী। জানিনা কেনই লবঙ্গিকা বিলম্ব কচ্চে, সে যে কখন গিয়েছে এতক্ষণে সাত আটবার যাওয়া আশা করা যায়. (মদয়ন্তিকার প্রতি) সই তুমি একটু থাক আমি একবার পথটা দেখে আসি, আমার মনটা কেমন কচ্চে।

(লবঙ্গিকার উদ্দেশে গমন।)

মদয়ন্তিকা। (সাতঙ্কে) আমার ডানচোক কেন নাচ্চে, ও মা! ভাগ্যে কি আছে কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।
(উপবেশন)

(পথিমধ্যে অসহায়া মালতীকে দেখিতে পাইয়া কপালকুণ্ডলার প্রবেশ।)

কপালকুণ্ডলা। দাঁড়া বেটি দাঁড়া, আজ্ তোকে দেখ্‌বো।

মালতী। (সহসা দেখিয়া সত্রাসে) আর্য্য পুত্র কোথায় গেলে (এই কথা বলিতে বলিতে বাকস্তব্ধ।)

কপালকুণ্ডলা। ডাক্ বেটি ডাক্, দেখি তোকে কে রক্ষা করে, আজ শ্রীপর্ব্বতে নে গিয়ে তোকে কুচোকুচি করে কাট্‌বো।

(কপালকুণ্ডলা মালতীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।)

মদয়ন্তিকা। প্রিয়সখী মালতী এখনও ফিরেনা, দেখি দেখি ব্যাপারটা কি, (উচ্চৈঃস্বরে) ও সই্‌ই্‌ই, কই কোথা গেলে ?

(লবঙ্গিকার প্রবেশ।)

মদয়ন্তিকা। (মালতী ভ্রমে লবঙ্গিকাকে) সই এতক্ষণ কোথা ছিলে ?

লবঙ্গিকা। সখি মদয়ন্তিকে ! আমি লবঙ্গিকা, মালতী নই।

মদয়ন্তিকা। সখি ! মহানুভব মাধবকে মালতীর কথা বলে এলে ?

লবঙ্গিকা। হাঁ ! আমি কলরব অনুসারে তথায় গেলেম কিন্তু মাধবকে দেখ্‌তে পেলেম না। দেখ্‌তে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আস্‌চি পথি মধ্যে " হা ! মহানুভব মাধব হা সাহসিক মকরন্দ" এইরূপে পৌর জনেরা বিলাপ ও পরিতাপ কচ্চে শুন্তে

পেলেম, মহারাজ-নাকি মাধব ও মকরন্দের বিবাহ বার্ত্তা শুনে অত্যন্ত রাগত হয়েছেন, এখন ভাগ্যে কি আছে কিছুই জানি না।

মদয়ন্তিকা। হায় হায়! পোড়াকপালে কি ঘটলো?

লবঙ্গিকা। সখি! মালতী কোথায়?

মদয়ন্তিকা। মালতী তোমাকে খুঁজতে গেছে এখন ও আসেচেনা বোধ হয় এই বাগানটায় গিয়ে প্রবেশ করে থা'কবে।

লবঙ্গিকা। সই এই বেলা তল্লাস করি, হয়তো মালতী বড় কাতর হয়েচে এই অবসরে গলায় দড়ি দিলেও দিতে পারে, চল চল খুঁজিগে। (উচ্চৈঃস্বরে) সখী মালতী ই ই, বলি ও মালতী ই ই ই।

(সহর্ষে কলহংসের প্রবেশ।)

কলহংস। আমরা ভাগ্যে২ বিপদ হতে উদ্ধার হলেম্, নরেন্দ্র মাধব ও মকরন্দের উপর ক্রোধ সম্বরণ করেছেন, যখন আমরা রাজার কাছারি যাই তখন নন্দন ও ভূরিবসুও বসেছিলেন, নন্দন আপনার ভগিনীর সহিত মকরন্দের বে হয়েচে শুনে যথোচিত হর্ষ প্রকাশ করেছেন, ভূরিবসু অতিশয় পরিতোষের সহিত জামাতাকে আশীর্ব্বাদ কল্লেন, এ অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে।

লবঙ্গিকা। (সহর্ষে) এঁরা দুইজন এখন কোথায়?

কলহংস। এলেন বলে, রাজবাড়ী হতে বেরিয়েচেন আমি দেখেচি।

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ।)

মাধব। মহারাজের কি সুজনতা ও সুশীলতা অপরাধী হলেও আমাদিগের উপর অনুকূল হলেন, যাহা হউক চল স্বস্থানে প্রস্থান করি। (ভ্রমণ করিয়া) এই বাগানবাড়ি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

মকরন্দ। কই এখানে যে কেউই নাই বোধ হয় আমাদের অনুসন্ধানে সকলেই গিয়েছে এসো দেখি।

(উভয়ের ভ্রমণ।)

লবঙ্গিকা। সখি! মালতী কোথায় গেলে? এই যে এঁরাও দুজন এসে উপস্থিত হলেন।

মকরন্দ ও মাধব। মালতী কোথায়?

লবঙ্গিকা। মালতী কোথায় তাই খুঁজ্‌চি।

মাধব। বয়স্য! কি হলো বুঝি সর্ব্বনাশ উপস্থিত আমার বামচক্ষুঃ স্পন্দন হচ্চে, হায় হায়!! বুঝি এতদিনে মালতী হারা হলেম।

মদয়ন্তিকা। তুমি সাহায্য দানের নিমিত্তে প্রস্থান কল্লে মালতী এই বিপদ সম্বাদ কামন্দকীকে দেবার জন্য বুদ্ধরক্ষিতা ও অবলোকিতাকে পাঠ্যে দিলেন, অনন্তর " আর্য্যপুত্রকে সাবধানে বিক্রম প্রকাশ কত্তে বলো গে " এই কথা বলে লবঙ্গিকাকে তোমার নিকট প্রেরণ কল্লেন, লবঙ্গিকার আস্‌তে বিলম্ব দেখে পরিশেষে আপনিও পথ দেখতে গেলেন, আমি একাকিনী খানিকক্ষণ বসে ছিলাম

পরে মালতীকে এখানে সেখানে অনুসন্ধান কল্লেম কিন্তু কোথায়ও দেখ্‌তে পাই নাই।

মাধব। হা প্রিয়ে! মাধবকে পরিত্যাগ করে কোথায় গেলে? আমার মন কত কি আশঙ্কা কচ্চে, কিছুতেই প্রবোধ মানে না যদি পরিহাসের নিমিত্ত কোথাও অন্তর্হিত হয়ে থাক তাহলে দেখাদেও আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছি।

মকরন্দ। বয়স্য! না জেনে শুনে এত চঞ্চল হওকেন?

মাধব। জানিবার কি আছে আমার অনিষ্ট আশঙ্কা করে প্রিয়তমাকি জীবিত আছেন? ভাই এখন কি করি উপায় বলে দাও।

মকরন্দ। বোধ হয় মালতী ভগবতীর নিকট গিয়াছে।

লবঙ্গিকা। হাঁ! আমারও ঐ অনুভব হয়।

মাধব। আচ্চা চলদেখি সেখানে যাই।

(পটপ্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃসর্ব্বে।)

মালতী মাধব নাটক।

চতুর্থ কাণ্ড।

একাদশ অঙ্ক।

পটোত্তোলনান্তর।

পর্ব্বত।

(সৌদামিনীর প্রবেশ।)

সৌদামিনী। যাই দেখি, দেখে আসি, মালতীর বিরহে মাধব অতিকাতর হয়ে প্রিয় বয়স্য মকরন্দের সহিত পর্ব্বতে ভ্রমণ কচ্চেন (অগ্রে অবলোকন করিয়া) ঐ অদূরেই ভগবান ভবানীপতির মন্দির ঐ স্থানে স্রোতস্বতী মধুমতী অতি বেগবতী হয়ে প্রবাহিত হচ্চে, উঃ! স্রোতের কি কলরব বোধ হয় যেন কর্ণকু- হর বিদীর্ণ হলো। (কিছু দূর গমন করিয়া) ইহার উন্নত শিখর দেশে ময়ূরগণ কেকারবে গান কচ্চে, নবীন জলধর চারিদিক আচ্ছন্ন করে অনবরত জল- ধারা বর্ষণ কচ্চেছে, আহা! উহা কি রমণীয়, মাধব পরিচিত প্রদেশ পরিত্যাগ করে এখানে আত্ম বি- নোদনের নিমিত্ত এসেছেন ফলতঃ পর্ব্বতের সুচারু সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করে ক্ষিপ্তপ্রায় হবেন সন্দেহ নাই

(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) উঃ ! মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, এই অবসরে মাধবকে প্রবোধ বাক্যে শান্তনা করিগে।

(সৌদামিনীর প্রস্থান।)

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ।)

মাধব। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সকরুণে) হায়! প্রিয়ে! কোথায় গেলে? মাধব তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, স্বপ্নে ও অন্য রমণীতে আসক্ত নহে, অকারণে কেন পরিত্যাগ কল্লে, আমি জানিতাম প্রিয়তমা আমাকে অন্তঃকরণের সহিত স্নেহ করেন কিন্তু এখন তোমার এই নিষ্ঠুরাচরণে সমুদায়ই প্রবঞ্চনা বোধ হচ্চে, প্রিয়ে! তোমার মন এত অকরুণ তাহা জ্ঞান চৈতন্যে ও জানিতাম না, তোমার পাণিগ্রহণ করবার নিমিত্ত কত বিষম সাহসের কর্ম্ম করেছি, এমন কি শ্মশানে উদ্বন্ধনে প্রাণ পর্য্যন্ত ও বিসর্জ্জন কত্তে উদ্যত ছিলাম, কিন্তু প্রিয়ে! হৃদয়ে রেখেও পরিশেষে ঘৃণা কল্লে, আঃ!! আমি কি কুক্ষণে অবনীতে জন্মগ্রহণ করেছি নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা সহ্য কত্তে কত্তেই জীবনের অবসান হবে, আমার উন্মূলিত আশালতা কি আর অঙ্কুরিত হবে না? এই অবধি কি সুখের শেষ, সৌভাগ্যের শেষ ও যাতনার একশেষ হলো, কি করি কোথায় যাই রে নির্দ্দয় প্রাণ! এই বেলা প্রস্থান কর, নইলে তোর ভাগ্যে

আর ও কত দুঃখ আছে কিছুই বোল্‌তে পারি না,
ভগবতি বসুন্ধরে! তুমি শতধা বিদীর্ণ হও আমি
তোমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, মালতী বিরহে মাধব
কিরূপ কাতর হয়েছে তুমি তা কিছুই জান্‌চো না?
রে দগ্ধ হৃদয়! আদ্যোপান্ত সমুদয় অনুসন্ধান করে
যদি কর্ম্ম কত্তিস তাহলে পরিণামে এত অনুতাপের
পাত্রী হতিস্‌নে, এখন আত্মকৃত প্রবল মনোবেদনা
অনুভব কর, আমি তোকে আর কিসে শান্ত কর্‌বো
তোর আর বিনোদনের পথ নাই।

মকরন্দ। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বয়স্য! চিন্তা
কি. তোমার অবিলম্বেই মালতী লাভ হবে।

মাধব। সখে! বিষম চিন্তায় আমার অন্তঃকরণ আক্রান্ত
হয়েছে. মোহে বারম্বার অভিভূত হতেছি, দুঃখানল
দ্বিগুণ হয়ে সতত প্রজ্বলিত হতেছে, কিন্তু একেবারে
ভস্মসাৎ করেনা, কি জানি বুঝি বিধি আমার প্রতি
প্রতিকূল হয়ে অনলের স্বাভাবিক গুণের পরিবর্ত্ত
করে থাক্‌বেন।

মকরন্দ। বয়স্য! একে এই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণ
তাতে তোমার শারীরিক অবস্থার কথা স্মরণ হলে
আর জ্ঞান থাকে না, চল ভাই এই বেলা সরোবরের
পরিসরে মুহূর্ত্তকাল উপবেশন করিগে (পরিক্রমণ)
দেখ ভাই, পুষ্পগণের সুগন্ধ সমীরণ সহকারে ইত-
স্তত: সঞ্চরণ কত্তেছে। (উভয়ের উপবেশন।)

মকরন্দ। (স্বগত) বয়স্যকে কিরূপে অন্যমনা করি। (চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে) ভাই! দেখ দেখি সরোবর কি রমণীয় হয়েছে, হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ কলরব করত ইতস্তত ভ্রমণ কচ্চেছে, আহা! কি চমৎকার! বয়স্য আমার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়ে আর এক দিকে চলে গেলেন (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা উঠিয়া মাধবের হস্ত ধারণ করিয়া) সখে! ঐ দেখ মাধবীলতার নিকুঞ্জে, ভ্রমরগণ বিকশিত পুষ্পে মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে চারিদিকে গুণ২স্বরে গান কচ্চেছে, গগনে মেঘরূপ চন্দ্রাতপ বিস্তার দেখে শিখিকুল নৃত্য কচ্চেছে, আহা বর্ষার আগমনে সমুদায় কানন কি সুশোভন হয়েছে।

মাধব। (শোকার্ত্ত হইয়া) ভাই দেখ্‌বো কি, অরণ্য অতি রমণীয় হলেও আমার প্রীতিকর হচ্চে না, ধারাধর চারিদিক আচ্ছন্ন করে অবিরল জলধারা বর্ষণ কচ্চে, বায়ুসহকারে শীতল জলকণা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়ে সর্ব্বাঙ্গ স্নিগ্ধ কচ্চে, হে প্রিয়ে! এই বিপিনে তোমা বিহনে একাকী কিরূপে প্রাণধারণ কত্তে পারি। (মোহ।)

মকরন্দ। (স্বগত) আমি অন্যমন কর্‌বার নিমিত্ত যাহা দেখাচ্চি তাহাই বিরহের উদ্দীপন করে। উঃ বয়স্যের মালতী বিচ্ছেদ কি দুর্ব্বিসহ হয়েছে!! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ফলতঃ এরূপ আকার প্রকারে

আমার মনে সত্যই আশঙ্কা জন্মিতেছে (পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া) (প্রকাশ্যে) একি ! কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ ! অসহ্য বেদনায় একেবারে অচৈতন্য হলে কি করি কোথায় গেলে এসন্তাপ নির্ব্বাণ হতে পারে, সখি ! আর কেন বয়স্যকে ক্লেশ ভাগী কর ? অনপরাধী মাধবের উপর কেন এত নির্দ্দয় হলে তার কারণ তো কিছুই বোলতে পারিনে !! (মাধবকে দেখিয়া) বয়স্য এখন চেতনাহীন (সরোদনে) রে দুর্দ্দৈব ! তোর মনে কি এই ছিল, মাধবকে দেখে আমার হৃদয় বিদারিত ও দেহ বন্ধ সমুদায় শিথিল হচ্চে, ত্রিভুবন শূন্যময় ও জগৎ শোকময় দেখ্‌চি, অন্তঃকরণ উদ্বেগে অতিকাতর হয়ে মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হচ্চে, হে বয়স্য মাধব ! একবার হাস্‌তে হাস্‌তে বন্ধুবোলে সম্বোধন কর, মকরন্দের মন তোমাতে একান্ত অনুরক্ত তা কি একেবারে ভুলে গেলে ? (ক্রন্দন।)

মাধব। (জ্ঞান লাভ করিয়া) ঐ নবীন জলধর মালা উন্নত পর্ব্বত শিখর আশ্রয় করে নিরন্তর বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণ কচ্চে, ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখি যদি মালতীর কোন সংবাদ বোলতে পারে, (সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে) ভাই মেঘ ! সৌদামিনী তোমার প্রণয়িণী, চাতকেরা তোমার উপাসক, বায়ু তোমার বাহক, এর অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য

আছে (মেঘ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া) ভাল ভাল, মেঘ আমার কথা শুনেছেন, ভাই মেঘ ! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ কচ্চো ভাই যদি আমার প্রিয়তমা মালতীর দর্শন পাও তা হলে সমুচিত আশ্বাস দিয়ো পরে আমার শারীরিক অবস্থার কথা বোলো (হতাশ্বাসে)-হা !! আর একদিকে চলে গেলো, (পরিক্রমণ ।)

মকরন্দ । (সোদ্বেগে) হায়! বয়স্য শেষটায় পাগল হলেন, হায়! ভগবতী তুমি কোথায় গেলে, এসে বয়স্যকে রক্ষা কর ।

মাধব। (সাহ্লাদে) এই যে মানস সরোবরগামী হংস এদিকে আসুচেন !!! (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) একি এরা আমার প্রিয়তমার গতি হরণ করেছে! যাহোক এদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না. পরের উত্তম দ্রব্যে যে ব্যক্তির লোভ হয় সে তো কখনই সাধু নয় (পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া) হাঁ হাঁ ভাল! ভাল ! মৃগবর আসুচেন দেখি ওকেই জিজ্ঞাসা করি যদি প্রিয়া মালতীর কোন শুভ সংবাদ বলতে পারে (কৃতাঞ্জলিপুটে) মৃগবর ! (সহসা) এ কি ! পূর্ব্বে মনে করেছিলাম মৃগবর অতি ভদ্র কিন্তু তাহার বিপরীত, ইনি আমার প্রিয়তমা মালতীর লোচনদ্বয় হরণ করেছেন তবে বোধ হয় আমার প্রিয়তমা নাই, হা প্রিয়ে মালতি ! তুমি কোথায় গেলে ? (মোহ)

মকরন্দ। (সরোদনে) রে নির্দ্দয় হৃদয়! তুই কেন বিদীর্ণ হচ্চিসনে? যার সঙ্গে বাল্যকালাবধি একত্রে শয়ন একত্রে উপবেশন করেছ তার এই অবস্থান্তর তুই কি রূপে দেখ্‌বি বল্‌ দেখি (রোদন।)

মাধব। (জ্ঞান লাভ করিয়া) আমার প্রিয়তমার রূপ লাবণ্য, ওরা অপহরণ করেনি বিধাতা অনেক বস্তুকে অনেক বস্তুর অনুকরণ স্বরূপ করেছেন, তাই হবে (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) (কৃতাঞ্জলি পুটে) হে গহন-বনচারি প্রাণিগণ, হে বৃক্ষগণ, হে ভূধর কন্দর বাসি-গণ, হে পক্ষিগণ! আমি প্রিয়া বিহীন হয়ে দীনহীনের ন্যায় এই অরণ্যে ভ্রমণ কচ্চি, যদি তোমরা আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা মালতীকে দেখে থাক তা হলে তাঁর মঙ্গল সমাচারাদি দে আমাকে আশ্বস্ত কর (চিন্তা করিয়া) হায়! কেহই আমার কথায় কর্ণপাত কল্লেন্‌ না কাকেই বা বলি, কার নিকটেই বা মনের দুঃখ প্রকাশ করি, সময়ে অতি প্রিয়তম বস্তু ও নি-রুদ্ধ ভাব ধারণ করে, ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করে নিজ প্রিয়তমা ময়ূরীর অনুসরণ কচ্চে, চকোর মদনোন্মত্ত হয়ে চকোরীর মনোরঞ্জন কচ্চে, ভাল ভাই তোম-রাই সুখে থাক আর আমি তোমাদিগকে বিরক্ত কর্‌বোনা (পরিক্রমণ) বয়স্য মকরন্দ! এ স্থানের কি সুন্দর শোভা হয়েছে, গিরিকন্দরস্থিত নির্ঝর সমূহের জলপ্রপাত ধ্বনিতে অদূরস্থ গিরিগুহায় প্রতি

ধ্বনিত হয়ে কি মনোহর শব্দ উৎপন্ন হচ্চে, হায়!! দেখ! দেখ!!! পূর্ব্বদিগে পরিমণ্ডলে প্রভাকর প্রভা-করের আশা বিলোকনে কমলিনী প্রেমভরে প্রস্ফু-টিতা হয়ে কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে, মলয় মারুত, মৃদুমন্দগতিতে কেতকী শিরীষ প্রভৃতি পুষ্প-গণের সুবাস সংগ্রহ করে দিক সকল অমোদিত কর্‌ছে, নভোমণ্ডল ঈষৎ নীলবর্ণ মেঘাবলীতে আ-চ্ছন্ন হয়ে রমণীয় শোভা প্রতিষ্ঠিত করেছে, বোধ হচ্চে যে সুচিকন চন্দ্রাতপে জগতীতল আচ্ছাদিত হয়েছে, মন্দ মন্দ জলকণা পতন দ্বারা পার্ব্বতীয় দৃঢ় ভূমি শিক্ত হয়ে কমনীয় সৌগন্ধ উৎপন্ন করেছে, (সরোদনে) হা প্রিয়ে মালতি! এমন রমণীয় সময়ে তোমার বিরহে কিরূপে জীবন ধারণ করি, এতদিনে জান্‌লেম মাধবের প্রণয় আশা নিরাশ হলো। (মোহ।)

মকরন্দ (সরোদনে) মাধব দেখ্‌তে দেখ্‌তেই অচেতন হলেন হায়! শেষটায় আমাকে এই দেখ্‌তে হলো।

মাধব। প্রিয়ে! তুমি কোথায় গেলে, কোথায় গেলেইবা তোমার দর্শন পাবো, কেই বা তোমার সম্বাদ বলে এই দুঃখানলে দগ্ধ অন্তঃকরণে আনন্দবারি সেচন করে চিরক্রীত করে রাখ্‌বে (পরিক্রমণ) ওরে পো-ড়ামদন! তুই কোন্‌গুণে এমন ভয়ানক শক্তিযুক্ত হ-য়েছিস্‌, তা বোল্‌তে পারিনা, ভাল কোকিল! ও যেন

পোড়া তাই সকলকে পোড়াতে ভালবাসে, তুমিতো পোড়া নও তবে কেন ভাই পোড়ার সহবাসে থেকে পোড়ান স্বভাব ধরেছো, তুমি জাতিতে পাখি বনে থাক, ফলমুল খাও, ঋষিদের সঙ্গে সর্ব্বদা সহবাস করে এমন কেন হলে? যান্‌লেম তোমার অস্তর বার্‌ দুদিক সমান, তাতেই এত পরাক্রম, যদি ভাই বারমাস ডাকতে পেতে তাহলে ধরাতল রসাতলে দিতে, ভাই মলয় পবন! তুমিতো জগতের জীবন তোমার দ্বারাই সকলে জীবিত রয়েছে কিন্তু ভাই এমন মহৎ হয়ে কেন ভাই এমন অসতের সঙ্গে সতের ক্লেশের মূল হচ্চো, অথবা তুমি অতি লঘু প্রকৃতি এতে তোমারই বা দোষ কি যার যেমন স্বভাব সেতো তেমনি আচরণ করে থাকে এ তো যানাই আছে (পরিক্রমণ) এ কি! পুষ্পেরা কোন্‌ দুঃখে দুঃখিত হলো মাথাহেঁট করে মনের খেদে ম্লান হয়ে রয়েছে ব্যাপার টা কি (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) হাঁ হাঁ! বুঝেছি আমার প্রিয়া মালতীর নিমিত্তই এরা অত্যন্ত কাতর হয়েছে, হে প্রিয়ে মালতি! তোমার বিরহে বনের ফুলেরাও মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে রয়েছে, একবার এসে ফুলেদের দুরবস্থা দেখ, আহা প্রিয়ে! তুমি এদের কতই আদর কত্তে, কতই ভাল বাস্‌তে, আমোদ করে কানেপত্তে, খোঁপায় গুজ্‌তে, এখন তোমার বিরহে

এদের এই দশা, প্রিয়ে! তুমি কি নিষ্ঠুর এমন সুকোমল ফুলেদের দুঃখদিতে তোমার অন্তঃকরণে ক্লেশ বোধ হচ্চে না? ওরে নিদারুণ বিধি! তুই কি রমণীদিগের হৃদয় পাষাণ দিয়ে নির্ম্মাণ করেছিলি? হা! প্রিয়ে মালতি! আমি অতি কাতর হয়েছি দেখাদেও, দেখাদেও, আর কতকাল সহায় শূন্য সুহৃৎ শূন্য পরিজন শূন্য সংসার শূন্য হয়ে কালযাপন কর্‌বো, (মকরন্দের প্রতি) সখে মকরন্দ! সত্যই মালতী প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন, তিনি জীবিত থাকিলে আমার এ যাতনা কখনই দেখ্‌তে পার্‌তেন না, হায়! এখন কি করি, কোথায় যাই, কোথাগেলে প্রিয়ার দর্শন পাই, আমার যে আর আত্ম বিনোদনের কোন উপায় নাই, প্রীতি বাক্যে সন্তুষ্ট করে জগতে এমন কেহই নাই, হাঁরে নিদারুণ মৃত্যু! তুই কি বুঝে আমার আলিঙ্গন হতে প্রিয়াকে অপহরণ কল্লি তা বোল্‌তে পারিনে, (মোহ।)

মকরন্দ।(সরোদনে) হায়!! বয়স্য বিনা কারণে তোমার হৃদয় শঙ্কিত ও কম্পিত হলে আমি মনে মনে বিপদের কত আশঙ্কা কত্তেম, কপালক্রমে সেই সমুদয় দেখ্‌তে হলো, আজ্ শরীর বিকল হচ্চে, মন উদাশ হচ্চে, দশদিক শূন্যময় ও জগৎ তমোময় বোধ হচ্চে, সখে! তোমার কোন অনিষ্ট হলে আমি কিরূপে স্বচক্ষে দেখ্‌বো? মনে করোনা যে তোমার বিরহে

মকরন্দ প্রাণধারণ করবে। হে জীবিতেশ্বরি মালতি! উদ্দেশে তোমার নিকট জন্মের মতন বিদায় নিলেম, যদি কিছু অপরাধ করে থাকি তাহলে স্বামির সখা বলে গ্রহণ করোনা। সখে! এখন বিদায় দেও, বাল্যকালাবধি একত্রে ছিলাম কখনই এ বিচ্ছেদ দুঃখ সহ্যকত্তে হয় নি এখন তোমার সেই সখা মকরন্দ তোমার অনিষ্ট আশঙ্কায় জন্মের মত বিদায় হোলো।

(সত্বরে কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

কাদম্বিনী। বাছা! তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করোনা।

মকরন্দ। মা! তুমি কি নিমিত্তে আমাকে প্রাণ পরিত্যাগ কত্তে বারণ কচ্চো?

কাদম্বিনী। বাছা! আমি যোগিনী, আমার নাম কাদম্বিনী মালতী বেঁচে আছেন, এই কথা বোলতে এসেছি, তোমার প্রিয় বয়স্য মাধব তো কুশলে আছেন?

মকরন্দ। বয়স্য মালতীর নিমিত্ত ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছেন, আমি এত সান্ত্বনা কল্লেম কিছুতেই ক্ষান্ত হলেন না, এখন ধরাশয়নে অচেতন হয়ে রয়েছেন চলুন তাঁকে আশ্বাস দেবেন চলুন।

মাধব। ভাই জলদ! তুমি আকাশে বিস্তীর্ণ হয়ে অবনীকে ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন কর তাতে আমার ক্ষতি নাই, ভাই নীলকণ্ঠ! তুমি উৎকণ্ঠ হয়ে মুক্তকণ্ঠে কেকা রব কর তাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ভাই পবন! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকট প্রার্থনা করি অনুগ্রহ

করে বিকশিত কদম্বের সুরভির সহিত প্রিয়তমা মাল-
তীর নিকট আমার প্রাণবায়ু নিয়ে যাও, অথবা প্রি-
য়ার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করে আমাকে একবার আলিঙ্গন
কর (কৃতাঞ্জলিপুটে সাদরে প্রণাম।)

কাদম্বিনী। বাছা! মাধবের প্রতীতির নিমিত্ত মালতী
অভিজ্ঞান স্বরূপ এই বকুলমালা অর্পণ করেছেন,
এই অবসরে এই মালাছড়াটী ওর হস্তে নিক্ষেপ
করি. (মাধবের কৃতাঞ্জলিপুটে বকুলমালা নিক্ষেপ।)

মাধব। (সহর্ষে ও সবিস্ময়ে) একি!! সেই বকুলমালা
ছড়াটী কোথা হোতে এলো (উত্থিত হইয়া সাহ্লাদে)
তবে কি আমার প্রিয়া মালতী জীবিত আছেন।
প্রিয়ে! মাধবের অবস্থা কিরূপ হয়েছে তা তুমি কিছুই
জান্‌চো না, অতি বিষম দুঃসহ সন্তাপে প্রত্যঙ্গ জ্ব-
লিত হোচ্চে, মোহে অভিভূত হয়ে বারম্বার অচেতন
হোচ্চে, এখন পরিহাসের সময় নয়। একবার দেখা-
দিয়ে প্রাণ রক্ষা কর। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া)
কই প্রিয়া কোথায়, তবে কিরূপে এমালাছড়াটী
আমায় দিলেন (মালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ভাই
বকুলমালা! তুমি আমার প্রিয়তমা মালতীর হৃদয়
নিহিত ধন, যখন প্রিয়তমার সুকোমল অন্তঃকরণ
বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হতো, যখন প্রিয়া আশালতার সমু-
চ্ছেদ মনে করে হতাশ হয়ে নিরন্তর মনের দুঃখে
ক্রন্দনে দিনপাত কত্তেন, যখন প্রিয়তমা মালতী স্বপ্নে

প্রিয়তমালিঙ্গন সুখ অনুভব করে মনের আশা আ-
লিঙ্গন কত্তেন, তখন তুমিই সেই সুকোমল বক্ষঃ-
স্থলে স্থান পেয়ে ছিলে, এখন তাই, সেই সব কথা
স্মরণ করে একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি
(পতন।)

মকরন্দ। (সবিষাদে) হায় কি হলো! কি হলো! বয়স্য!
আশ্বস্ত হও আশ্বস্ত হও, (বস্ত্রদ্বারা ব্যজন।)

কাদম্বিনী। বৎস্য! তোমার মালতী জীবিতা আছেন।

মাধব। (সকরুণে) আর্য্যে! প্রসন্না হও বল আমার
প্রাণেশ্বরী বেঁচে আছেন কি না?

কাদম্বিনী। বাছা ভয় নাই বেঁচে আছেন। করালাদেবীর
মন্দিরে অঘোরঘণ্টাকে মেরে ফেলেছিলে তা মনে
হয়?

মাধব। আর্য্যে! আর বোলতে হবে না, বুঝেছি কপাল-
কুণ্ডলার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে।

মকরন্দ। মা! কুমুদের সহিত শারদীয় জোস্নার সমাগম
হলো, তবে অকালে জলদাবলী কেন প্রতিকূল হয়?

মাধব। হা প্রিয়ে! না জানি তুমি কত কষ্টই সহ্য করেছো
প্রণয় রাহু উদিত হয়ে যেমন শশাঙ্ককে আক্রমণ করে
কপালকুণ্ডলা তোমাকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন করেছে।

কাদম্বিনী। বাছা! ওঠ, চল তোমার মালতীকে দিই গে।

(পটপ্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

মালতী মাধব নাটক।

চতুর্থ কাণ্ড।

দ্বাদশ অঙ্ক।

(পটোত্তোলনানন্তর।)

পর্ব্বত শিখরস্থ বন।

(কামন্দকী, মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকার প্রবেশ।)

কামন্দকী। হা বৎসে মালতি! কোথায় গেলে তোমার অদর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে, অনিবার শতধারে নেত্র-বারি নির্গত হচ্চে, আহা! বাছা তোমার বাল্যকালের মুখকমল কি রমণীয় ছিল, কখন হাস্তে কখন কাঁ-দ্তে এই অবসরে দাঁতগুলি অতি সুন্দর দেখাতো আধ আধ কথা কয়ে কত কি বোল্তে (রোদন।)

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা। (সাশ্রুনয়নে) হা প্রিয় সখি! কো-থায় গেলে, তোমার শরীর শিরীষ পুষ্পের ন্যায় সু-কোমল না জানি কত অসহ্য যাতনাই সৈতে হচ্চে, সখীদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে কাল কাটাবে এই তোমার নিতান্ত বাসনা ছিল কিন্তু সে আশা ভাংলো। আমরা মনে করে ছিলেম মাধবের সঙ্গে বিবাহ হলে প্রিয় সখীর সুখের আর পরিসীমা থাক্বে না, কিন্তু সমূলে বিনাশ হলো। (ক্রন্দন।)

কামন্দকী। (স খেদে) হায়!! নিরতী মহাবাত্যা উত্থিত হয়ে সহকার তরুর মঞ্জরী ছেদ কল্লে।

লবঙ্গিকা। (হৃদয়ে করাঘাত করিয়া) রে নৃসংশ বজ্রময় হৃদয়! তুই এখনও বিদীর্ণ হচ্চিস নে।

মদয়ন্তিকা। সখি লবঙ্গিকে! বলি খানিকক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন কর অত উথলা হলে কি হবে।

লবঙ্গিকা। সই কি কর্‌বো কিছুতেই প্রাণ টা বেরোয় না আর এ যাতনা সইতে পারিনে।

কামন্দকী। (মালতীকে উদ্দেশ করিয়া) মালতি! তোমার প্রিয় সখীর প্রাণ যায় দেখা দেও, হায় হায়! তুমি কি নিষ্ঠুর, বাছা চিরকাল আমার কোলে মানুষ হলে পরে অনুরূপবরে তোমার বে দিলাম আমি তোমার মার মতন স্নেহ কর্‌তেম তুমিও যথেষ্ট ভাল বাস্‌তে এখন কি তা সব ভুলে গেলে, হা বাছা! ইচ্ছা করে ছিলেম তোমার কোলে একটী সুসন্তান দেখ্‌বো, কিন্তু বিধাতা ভাগ্যে লেখেন নাই।

লবঙ্গিকা। ভগবতি! প্রসন্না হও আমি অচল শিখর হতে ভূতলে পড়িগে, তা হলে সকল দুঃখের অবসান হবে, আশীর্ব্বাদ করুন যেন জন্মান্তরেও যেন মালতীর দর্শন পাই।

কামন্দকী। বাছা! মনে করেছ মালতী বিচ্ছেদে কামন্দকী ক্ষণকাল ও বাঁচ্‌বে তা নয় তোমার মতন আমার ও এইরূপ উৎকণ্ঠা অগ্নি বলবান্‌ হয়েছে,

কিন্তু কর্ম্ম বশতঃ মনুষ্যেরা ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করেন প্রাণ পরিত্যাগ করিলেই মালতীর দর্শন পাবে তার প্রমাণ কি ?

লবঙ্গিকা। ভগবতি! আপনি যা মানেন কিন্তু আমাকে আর নিবারণ কোর্‌বেন না আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বো (উত্থিতা হইলেন।)

কামন্দকী। (দেখিয়া সভয়ে) বৎসে মদয়ন্তিকে!

মদয়ন্তিকা। ভগবতি! অনুমতি করুন।

কামন্দকী। বাছা ভারি বিপদ, তোমার প্রিয় সখীকে এই নিদারুণ ব্যাপার হতে নিবারণ কর।

মদয়ন্তিকা। সখি! এরূপ বিষম সাহসের কর্ম্ম করোনা।

লবঙ্গিকা। ভাল আমি তোমার অধীনা নই, বলোনা ও কথা রাখ্‌বোনা।

কামন্দকী। (স্বগত) সতাই মরণে কৃত নিশ্চয়া হয়েছে কিছুতেই নিবারণ মান্‌চেনা (প্রকাশ্যে) লবঙ্গিকে! আর বেঁচে সুখ নাই, চল অচল শিখর হতে পোড়ে প্রাণ ত্যাগ করিগে।

(গান করিতে করিতে সকলের অচলশিখরে উত্থান।)

গীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

জিবনে কি ফল আর বিফল হলো জিবনে।
প্রিয় সখীর বিরহে কে বল বাঁচিবে প্রাণে॥
হারাইয়ে প্রাণ সখী, অন্তরে সতত দুঃখী,

মরিলে হইব সুখী, প্রবোধ মানেনা মনে ॥
মন তাহে দুর্নিবার, সদা করে হাহাকার,
সখীর বিরহ ভার, সহিতে পারি কেমনে ॥
করি ক্লেশ অতিশয়, শোকাশয়ে দেহ দয়,
সব দেখি শূন্যময়, বারিবহে দুনয়নে ॥

(মকরন্দের প্রবেশ।)

মকরন্দ। বয়স্য কোথা গেলেন।

নেপথ্যে। অমাত্য ভূরিবসু মালতীর বিনাশ আশঙ্কা করে ও সাংসারিক বিষয়ে বিরক্ত হয়ে অগ্নিপ্রবেশ কর্ত্তে সুবর্ণ বিন্দু নগরীতে গমন করেছেন।

মকরন্দ। একি সর্ব্বনাশ!!

নেপথ্যে। হা পিতঃ! বিরত হও, আমি তোমার মুখকমল দেখ্‌তে উৎসুক হচ্চি এসে আমাকে, সম্ভাবনা কর আমার নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন কর্ত্তে উদ্যত আছ হায়! আমি কি কুক্ষণেই অবনীতে জন্মগ্রহণ করে ছিলাম।

(প্রমুগ্ধা মালতীকে অবলম্বন করিয়া মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। উঃ কি কষ্ট বিধাতার কি বিড়ম্বনা কিছুই বোল্‌তে পারি না, রে কপালকুণ্ডলা! তোর মনে কি এই ছিল? বল দেখি প্রাণ ধারণ করে কি রূপে এই সুকুমার শরীরে যাতনা দিলি? বুঝিলাম তোর মনে দয়ার লেশও নাই।

সকলে। (মাধবের সন্নিকৃষ্ট হইয়া) সখে! সেই যোগিনী কোথায়?

মাধব। ভাই! শ্রীপর্ব্বত হতে আমরা উভয়ে আস্‌তে ছিলাম অনন্তর তিনি কোথায় গেলেন কিছুই অনুসন্ধান কর্ত্তে পারিলাম না।

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা। সখি মালতি! বলি ও মালতি! (মালতীর অঙ্গ চালন করিয়া সোৎকণ্ঠে) মা! বোধ হচ্চে যেন সখীর নিশ্বাস রোধ হচ্চে, এখন কি করি উপায় বোলে দেও?

কামন্দকী। হা বৎসে! তোমার ভাগ্যে এত দুঃখ ছিল।

মাধব। হা প্রিয়ে! একবার বিষম শঙ্কটে রক্ষা পেলেম আবার সংসয় দশা উপস্থিত, জানিলাম আমার দুরদৃষ্ট বশতই বারম্বার বিপদ ঘট্‌বে।

কামন্দকী। বুঝি বাছার আমার চেতনা হলো, দেখ নিশ্বাস সহজে নির্গত হোচ্চে, মুখমণ্ডলও প্রসন্ন হয়েছে।

মাধব। বাঁচলাম (দীর্ঘ নিশ্বাস।)

নেপথ্যে। মহারাজের অনুরোধ বাক্যে উপেক্ষা করে অমাত্য ভুরিবসু অনলে আত্ম সমর্পণ কর্ত্তে ছিলেন ইত্যবসরে সহসা তথায় উপস্থিত হয়ে আমি অনেক সান্ত্বনা বাক্যে তাহাকে ক্ষান্ত করেছি।

মাধব ও মকরন্দ। সেই যোগিনী এইকথা ঘোষণা কর্ত্তেছিল আমাদিগের কপাল কি সুপ্রসন্ন।

মালতী। বাঁচ্‌লেম (কামন্দকীকে নিকটে দেখিয়া) মা! বড় কষ্ট পেয়েছি।

কামন্দকী। (মালতীকে আলিঙ্গন ও বারম্বার মুখচুম্বন করিয়া)

বাছা! আর বোলোনা, ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পেলে এই পরমলাভ, আয় মা তোকে আলিঙ্গন করে সর্ব্বাঙ্গ শীতল করি (আলিঙ্গন।)

লবঙ্গিকা। তোমাকে দেখ্‌বো এমন আর আশা ছিল না।

(কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

কাদম্বিনী। (নিকটে গিয়া) ভগবতি! প্রণাম করি।

কামন্দকী। কাদম্বিনি! এস বাছা, এস এস, অনেক দিনের পর তোমাকে দেখ্‌লাম।

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা। এঁয়ারি নাম আর্য্যা কাদম্বিনী।

মালতী। এই আর্য্যাই কপালকুণ্ডলাকে অনেক ভর্ৎসনা করে পরিশেষে আপনার ঘরে আমাকে নিয়ে গিছ্‌লেন, তথায় আমাকে সুস্থ করে পশ্চাৎ অভিজ্ঞান স্বরূপ বকুলমালা লয়ে তোমাদিগের নিকট এলেন্।

মাধব। আর্য্যা কাদাম্বিনী আমার অনেক উপকার করেছেন।

কাদম্বিনী। (স্বগত) এয়াঁদের এইরূপ সৌজন্যে যথার্থই লজ্জিত হতেছি (প্রকাশ্যে) ভগবতি! ভুরিবসুর সমক্ষে পদ্মাবতীর অধীশ্বর একখানি পত্র লিখে মাধবের নিকট পাঠয়েছেন।

কামন্দকী। (সহর্ষে গ্রহণ করিয়া পাঠকর্ত্তে লাগিলেন।)

পত্র।

শুভাশিষাং রাশয়ঃসন্তু বিজ্ঞাপনঞ্চ।

বৎস! তুমি গুণিগণের অগ্রগণ্য ও বিশুদ্ধ বংশে জন্ম

গ্রহণ করিয়া অবনীর ভূষণ স্বরূপ হইয়াছ, তুমি আমার মন্ত্রী ভূরিবসুর জামাতা এসম্পর্কে আমার ও জামাতা হইলে, এবং আজি অবধি তোমার প্রিয় বয়স্য মকরন্দকে মদয়ন্তিকা প্রদান করিলাম এক্ষণে নির্ভয়ে চিরকাল অতীব সুখে অতি বাহিত কর ইতি।

বাছা! শুন্‌লে তো?

মাধব। হাঁ মা! শুন্‌লেম।

মালতী। (স্বগত) এতদিনে আমার হৃদয়ের আশঙ্কা রূপ শল্য উন্মূলিত হোলো।

(সংগীত কারিণীদ্বয় অবলোকিতা বুদ্ধরক্ষিতা ও কলহংস নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ।)

সকলে। (কামন্দকীকে প্রণাম করিয়া) ভগবতি! তোমার প্রসাদে আমরা এত দিনে কৃতকার্য্য হলেম। (মাধবের প্রতি) তোমার জয় হোক, (সহর্ষে সকলের নৃত্য।)

লবঙ্গিকা। এই মহোৎসবের সময় কাহার না নৃত্য কর্ত্তে ইচ্ছা হয়?

কাদম্বিনী। এতদিনের পর অমাত্য ভূরিবসু ও দেবরাতের চিরকালের আশা সফল হোলো।

কামন্দকী। (স্বগত) মদয়ন্তিকার নিমিত্ত আমার মনে কিছু শঙ্কা ছিল রাজার পত্র পাঠে তাহা দূর হয়েছে। (প্রকাশ্যে) মাধবের প্রতি) বৎস! আর তোমার কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান কর্‌বো বল?

মাধব। ভগবতি! যাহা করিলেন এর পর আর কি প্রিয়কার্য্য আছে।

(পটপ্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

(নটীর প্রবেশ।)

নটী। **গীত।**

(রাগিণী ভৈরবী, তাল মধ্যমান।)

(সদাশয়ে ব্যগ্রসদা দেশের হিত সাধনে।
সাদরে প্রণাম করি গুণিগণের চরণে॥
মালতী মাধব গানে, তুষিতে রসিক জনে,
সুরঙ্গে বান্ধব সনে, সাধিয়াছি প্রাণপণে।
আধিনীর ভ্রমবশে, কিবা অনুবাদ দোষে,
আসিলে দোষের লেশে, ক্ষমিবেন নটগণে॥
দেশের অধিক জন, দ্বেষের অধীন হন,
সাধয়ে খলের মন, পর নিন্দা সম্পাদনে।
মহতের সদা রীতি, সদয় সকল প্রতি,
হলে অতি নীচমতি, ছলধরে অকারণে॥
ভারতের কর্ত্রী যিনি, ভিক্টোরিয়া মহারাণী,
চিরজীবী হোন তিনি, প্রিয়পুত্র স্বামি সনে।
দুরাত্মা বিদ্রোহি দল, যাক সবে রসাতল,
রাজ করে হোক বল, দুর্জ্জয় হউন রণে॥)

(নটীর প্রস্থান।)